পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 336 Wednesday, 11 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৩৬ সংখ্যা ✱ ২৪ কার্ত্তিক ১৪৩৩, বুধবার, ১১ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বরঃ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্জি ফেরাল কলকাতা হাইকোর্ট। ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস খোলার আর্জি ফেরাল অবকাশকালীন বেঞ্চ। পাঠিয়ে দেওয়া হল নিয়মিত বেঞ্চে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২৩ শে নভেম্বর। মামলাকারীর আর্জি ছিল, অবিলম্বে তার অফিস খুলতে দেওয়া হোক। কারণ ৩ রা সেপ্টেম্বরের থেকে এখনও পর্যন্ত যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কারণ আলো পাখা সবই চালু রয়েছে, তাতে বিদ্যুতের খরচ বাড়ছে আদালতে। শুধু তাই নয় ডিসি তাদের জানিয়েছিলেন,



ফরেনসিক করা হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা না হওয়ায়, আদালত যাতে রিপোর্ট চেয়ে জানতে চায়, যে বর্তমান পরিস্থিতি কী। তবে সেই আবেদন ও ফেরালেন বিচারপতি। সম্প্রতি, অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিট দফতরের বিলবোর্ড খুলে দিয়েছিলেন কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। রাতে ফের নতুন করে টাঙিয়ে দেওয়া হয় 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের' ব্যানার। এরপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে অবৈধ বিল বোর্ড ভাঙার ঘটনাকে ঘিরে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয় ক্যামাক স্ট্রিটে। পুরসভা কর্মীদের গায়ে হাত তোলা থেকে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে আটক করা হয়েছে।

স্ত্রীকে 'মেরে গায়ে আগুন', ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১০ নভেম্বরঃ এক গৃহবধূকে মারধর করে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো নৃশংস অভিযোগ বাগদায়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ওই গৃহবধূর। ঘটনার তদন্তে নেমে নিহতের স্বামীকে গ্রেফতার করেছে বাগদা থানার পুলিশ। সবচেয়ে অবাকের বিষয়, পুলিশ যখন তাঁকে থানা থেকে বের করছে, তখনও সাংবাদিকদের সামনে হাসিমুখেই ছবি তুললেন তিনি! উল্লেখ্য বাগদার হেলেঞ্চা মণ্ডপঘাটা এলাকায় গত সোমবার দুপুরে অগ্নিদগ্ধ হন অপর্ণা পোদ্দার নামের এক গৃহবধূ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত বনগাঁ



মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই সোমবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। নিহতের স্বজনদের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর প্রবীর পোদ্দারের সঙ্গে অপর্ণাদেবীর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই তাঁদের মধ্যে নিয়মিত সাংসারিক অশান্তি লেগেই থাকত। নিহতের বোনের দাবি, মৃত্যুর আগে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় অপর্ণাদেবী জানিয়ে যান যে তাঁর স্বামী প্রবীরই তাঁর গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে চম্পট দেয়। ঘটনার পর নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত প্রবীর পোদ্দারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তকে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

সিপিএমের বিরুদ্ধে 'নন্দীগ্রাম ফাইল' খুলবেন মুখ্যমন্ত্রী!

তদন্ত পৌঁছবে গড়বেতা-গোঘাট হয়ে বাঁকুড়ার তালড্যাংড়া পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১০ নভেম্বরঃ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সপ্তাহ দেড়েক আগে। মঙ্গলবার অকুস্থলে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফের একবার জানিয়ে দিলেন, বাম আমলের নন্দীগ্রাম ফাইল খোলা হবে। ১৯ বছর আগের নন্দীগ্রামের রক্তক্ষয়ী অধ্যায় এবং তৎকালীন বাম আমলের 'ভীষণ' অত্যাচারের কথা স্মরণ করালেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম দিবসের মঞ্চ থেকে তিনি জানিয়ে দিলেন, অতীতে সিআইডি তদন্ত হলেও প্রকৃত বিচারপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি এবং অপরাধীরা শাস্তি পায়নি। তাই নন্দীগ্রামের ফাইল খুলে নতুন করে এফআইআর দায়ের করা হবে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে সোনাচূড়া থেকে মহেশপুর পর্যন্ত ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির মিছিল করেছিল। সেই মিছিলেই 'প্রতিরোধ' করে বিতর্কে জড়িয়েছিল



সিপিএম। তালপাটি খালের ধারের জনপদে যে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামকরণ করা হয়েছিল 'অপারেশন সূর্যোদয়'। ওই ঘটনার পরেই রাজ্যের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমাজ আড়াআড়ি বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কলকাতার রাস্তায় আছড়ে পড়েছিল সরকার-বিরোধী নাগরিক সমাজের মিছিল। পাল্টা শক্তি প্রদর্শনে নিজেদের লোকেদের রাস্তায় নামিয়েছিল বামেরাও। মঙ্গলবার 'অপারেশন সূর্যোদয়'-এর ১৯ বছর পূর্তিতে গোকুলনগরের সভা করেন শুভেন্দু। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অধুনাপ্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ইংরেজি উক্তি-'দে হ্যাভ বিন পেইড ব্যাক বাই দেওয়র ওন কয়েন' স্মরণ করিয়ে শুভেন্দু বলেন, ''ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী সৎ হলেও তাঁর দল ভুল ছিল।'' পাশাপাশি, সেসময় বিমান বসুর মতো বাম নেতাদের 'নন্দীগ্রামে নতুন সূর্য উঠেছে' মন্তব্যের প্রসঙ্গও তোলেন শুভেন্দু। এই দীর্ঘ আন্দোলনে মোট ৪১ জন শহিদ হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী। সভার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, একসময় বাইরে থেকে কালো পোশাক পরে যারা সংগঠিতভাবে আক্রমণ চালাতে এসেছিল, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। নির্দিষ্ট করে সিপিএম জমানার কয়েকজন নেতার নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''সিআইডি তদন্ত করলেও বিচার হয়নি। আমি বলেছি এফআইআর করলে গোঘাটের অভয় ঘোষ থেকে শুরু করে, তালড্যাংড়ার মনোরঞ্জন পাত্র, গড়বেতার তপন ঘোষ, খেজুরির হিমাংশু দাস- এদের

● এরপর ৬ পাতায়...

এনকাউন্টার হওয়ার আশঙ্কা!

হাইকোর্টে মামলা সুমিতের স্ত্রীর, দ্রুত শুনানির আর্জি ফেরালেন বিচারপতি



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বরঃ শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় জামিন খারিজ হওয়া মমতা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায় ফের আইনি অস্বস্তিতে পড়লেন কলকাতা হাইকোর্টে। তাঁর এনকাউন্টার হতে পারে- এমন চরম আশঙ্কা প্রকাশ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুমিত রায়ের স্ত্রী। কিন্তু মঙ্গলবার সেই মামলায় দ্রুত ও জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ করে দিল হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হলে আদালত সাফ জানিয়ে দেয় যে এটি কোনও বিশেষ আর্জির ভিত্তিতে দ্রুত শোনা হবে না। ডিভিশন বেঞ্চ তড়িঘড়ি শুনানির দিন ধার্য করার আর্জি নাকচ করে দিয়ে পুরো মামলাটিকে নির্ধারিত নিয়ম মেনে নিয়মিত শুনানির বেঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছে। ফলে সুমিত রায় ও তাঁর পরিবারের তাৎক্ষণিক আইনি সুরক্ষা পাওয়ার আশা আপাতত ধাক্কা খেল। মামলার পটভূমি এবং সুমিত রায়ের স্ত্রীর করা এই আবেদনের পেছনে শালবনি জমি দুর্নীতি মামলার

● এরপর ৬ পাতায়...

কপালে টিকা, হাতে জোড়া ফাইল

মঙ্গলবারের বারবেলায় ইডি দফতরে গেলেন আরজি করের সন্দীপ ঘোষ



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বরঃ আরজি কর হাসপাতালের দুর্নীতি মামলায় ইডি দফতরে হাজিরা দিতে গেলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন। দেখা যায় তাঁর কপালে রয়েছে লাল টিকা। হাতে দু'টি হলুদ ফাইল নিয়ে লিফট বেয়ে উপরে উঠে যান সন্দীপ। সিজিও দফতরে প্রবেশের মুখে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও বাক্য বিনিময় করেননি সন্দীপ। তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, আর জি কর হাসপাতালে সন্দীপের কার্যকালের মেয়াদে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ তছরুপ, বেআইনি আর্থিক লেনদেন এবং টেন্ডার দুর্নীতির যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছিল, সেই সংক্রান্ত আর্থিক তছরুপের মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান ইডি আধিকারিকরা। এর আগে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর দীর্ঘদিন জেল হেফাজতে ছিলেন তিনি। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট থেকে সিবিআই মামলায় কিছু আইনি স্বস্তি মিললেও, আর্থিক দুর্নীতির সমান্তরাল তদন্ত চালানো ইডির কড়া নজরে ছিলেন সন্দীপ। গত মাসেই সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছিলেন সন্দীপ। হাসপাতালের অধ্যক্ষ থাকাকালীন আর্থিক

● এরপর ৬ পাতায়...

ভাঙল পাঁচ বছরের রেকর্ড, দিল্লিতে দূষণের ভয়াবহ ছবি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বরঃ দীপাবলি মিটলেও স্বস্তি নেই দিল্লিতে। দিল্লির বাতাসের গুণমান নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। দূষণের মাত্রা সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে। এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, উত্তর-পশ্চিম দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি ঘনমিটার বাতাসে পিএম২.৫-এর সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪,৯৮৫ মাইক্রোগ্রাম রেকর্ড করা হয়। যা স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় কয়েকশো গুণ বেশি। গত পাঁচ বছরের দূষণের রেকর্ডও ছাপিয়ে গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালেও দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক। ওই সময় শহরের দূষণের মাত্রা ছিল ৩৭০। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং মার্কিন এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সির দূষণ পরিমাপের পদ্ধতি অনুযায়ী, দিল্লির বায়ুর গুণমান সূচক বা একিউআই পৌঁছে গিয়েছিল ১,৫০০ থেকে ১,৮০০-র মধ্যে।



যদিও ভারতের সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড একিউআই-এর সর্বোচ্চ সীমা ৫০০-তে নির্ধারণ করেছে। ফলে দেশের নির্ধারিত সূচকে দূষণের মাত্রা ৫০০ ছুঁয়ে গেলে তার পরের পরিস্থিতির প্রকৃত ভয়াবহতা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। দীপাবলির রাতে দূষণের মাত্রা যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তখন সেই সময়ের সম্পূর্ণ তথ্যও দিতে পারেনি দিল্লির অধিকাংশ বায়ুদূষণ পরিমাপক কেন্দ্র। রাজধানীজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ৬০টি মনিটরিং সেন্টারের মধ্যে ৪৫টি কেন্দ্র প্রতি ঘণ্টার দূষণের তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মাত্র ২৪টি কেন্দ্র থেকে রিয়েল-টাইম ডেটা পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে, ১৩টি মনিটরিং সেন্টার সম্পূর্ণভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয়। গত কয়েক মাস ধরে একটি মনিটরিং সেন্টার এমনিতেই বন্ধ রয়েছে। ফলে দীপাবলির সময় দিল্লির বাতাসে দূষণের প্রকৃত মাত্রা কতটা বেড়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দূষণের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হলেও নজরদারি ব্যবস্থার একাংশ ঠিকমতো কাজ না করায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহেও সমস্যা তৈরি হয়। এদিকে দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। পঞ্জাবের কৃষিজমিতে ফসলের অবশিষ্ট অংশ পোড়ানোকে কেন্দ্র করে আম আদমি পার্টি (আপ) এবং বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে তরজা। বিজেপির অভিযোগ, আপ শাসিত পাঞ্জাবে চলতি বছর ফসল পোড়ানোর ঘটনা সাত গুণ বেড়েছে। যদিও এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে।

অরুণাচলে ১২০০ একর জমিতে সেনার গোলাবারুদের ডিপো!

ভারতীয় সেনার প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা, উত্তেজনা মেপসোরোতে

ইটানগর, ১০ নভেম্বরঃ অরুণাচল প্রদেশে ভারতীয় সেনার প্রস্তাবিত গোলাবারুদের ডিপো ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। রাজ্যের পাপুমপারে জেলার মেপসোরো গ্রামে প্রায় ১২০০ একর জমিতে একটি ফিল্ড অ্যামুনিশন ডিপো তৈরির পরিকল্পনা করেছে সেনাবাহিনী। কিন্তু এই প্রকল্পের বিরোধিতা শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের আশঙ্কা, এত বড় সামরিক পরিকাঠামো তৈরি হলে আশপাশের গ্রামগুলির নিরাপত্তা, জমি এবং স্বাভাবিক জনজীবনের উপর প্রভাব পড়তে পারে। জমি অধিগ্রহণ নিয়েও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। বাসিন্দাদের আপত্তির জেরে গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী এবং বাসিন্দাদের মধ্যে আলোচনার দাবি উঠেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেপসোরো গ্রামটি অরুণাচল প্রদেশের পাপুমপারে জেলার তোরু সার্কলের অন্তর্গত। সেখানেই ১২০০ একর জমিতে ফিল্ড অ্যামুনিশন ডিপো তৈরির প্রস্তাব সামনে এসেছে। এই ডিপো তৈরি হলে সেখানে সেনাবাহিনীর গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম মজুত রাখা হবে। সেনার রসদ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই ধরনের ডিপো গুরুত্বপূর্ণ। তবে এত বড় সামরিক পরিকাঠামো জনবসতিপূর্ণ এলাকার কাছে তৈরি হলে কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রধান আপত্তি জমি অধিগ্রহণ এবং জননিরাপত্তা নিয়ে। তাঁদের বক্তব্য, এত বড় এলাকা



সামরিক পরিকাঠামোর জন্য ব্যবহার করা হলে আশপাশের বসতিগুলির উপর তার প্রভাব পড়তে পারে। স্থানীয় মানুষের জমি, জীবনযাত্রা এবং ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শুধু মেপসোরো নয়, আশপাশের বসতিগুলির বাসিন্দারাও এই প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের দাবি, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, জমির পরিমাণ, সম্ভাব্য অধিগ্রহণ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি স্পষ্ট করতে হবে। সেনাবাহিনী এবং জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে স্বচ্ছ ব্যাখ্যা চাইছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর প্রস্তাবিত এলাকায় যৌথ জমি সমীক্ষার সূচি নির্ধারিত হয়েছে। সেই সমীক্ষায় উপস্থিত থাকার কথা ছিল জেলার জেলাশাসক, প্রশাসনের আধিকারিক, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি, পুলিশ এবং স্থানীয় নেতাদের। প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত জমি সরেজমিনে খতিয়ে দেখাই এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য। তবে সমীক্ষার আগে থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের আপত্তির কথা জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, জমি পরিদর্শন বা পরবর্তী কোনও পদক্ষেপের আগে সাধারণ মানুষের বক্তব্য শোনা হোক। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হোক। বিশেষ করে কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষের নিরাপত্তা কী ভাবে নিশ্চিত করা হবে, তা স্পষ্ট করতে হবে। অরুণাচল প্রদেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। চিনের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত থাকার কারণে এই অঞ্চলে সেনাবাহিনীর পরিকাঠামো ও রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্তে সেনার প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ মজুত রাখা এবং দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে ফিল্ড অ্যামুনিশন ডিপো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের উদ্বেগও উপেক্ষা করতে চাইছে না প্রশাসন, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। আপাতত প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানা যায়নি। সেনাবাহিনী এবং জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত নিজেদের আপত্তিতে অনড় থাকতে পারেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ফলে ১২০০ একরের এই সামরিক প্রকল্প ঘিরে অরুণাচলের মেপসোরোতে আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই নজর।

বদলে গেল দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া

কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, চলবে কয়েকদিন



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বরঃ পূর্বাভাস ছিল ভাইফোঁটার দিন অর্থাৎ বুধবার থেকে আবহাওয়া কিছুটা বদলে যাবে রাজ্যের। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হবে একাধিক জেলায়। ভারী বৃষ্টি না হলেও হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেই পূর্বাভাস সত্যি করে একদিন আগেই বদলে গেল আকাশের চেহারা। মঙ্গলবার সকালে থেকেই মেঘলা কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ। দুপুরের দিকে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে কসবা, সল্টলেকের কিছু অংশ, বেহালা, গড়িয়াহাট এবং ইম বাইপাসের কাছে। আকাশ মেঘলা উত্তরবঙ্গের কিছু জেলাতেও। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বুধবার উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে মোট আটটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। তালিকায় রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং, নদিয়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুর। প্রত্যেকটিতেই হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকায় লাল বা কমলা সতর্কতা দেওয়া হয়নি। আপাতত বাঙালিরা শীতের অপেক্ষায়। তাই বৃষ্টি দেখে রীতিমতো মুখ ভার। তাহলে কি শীতের পথের কাঁটা এই বৃষ্টিই? হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, বৃষ্টির জেরে রাজ্যের তাপমাত্রা

● এরপর ৬ পাতায়...

মনমোহনকে সরাতে বলেছিলেন প্রণব, কীভাবে প্রসঙ্গ ঘুরিয়েছিলেন সোনিয়া! আত্মজীবনীতে এল সে কথা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বরঃ প্রশ্নটা করা হয়েছিল মনমোহন সিংকে। উত্তর দিয়েছিলেন পাশে বসে থাকা সোনিয়া গান্ধি। ২০০৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর, নৈনিতাল। কংগ্রেসশাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের দু'দিনের সম্মেলন শেষে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে কি এবার উপপ্রধানমন্ত্রী করা হবে? মনমোহনকে উত্তর দিতে না দিয়ে মাইক কেড়ে নিয়েছিলেন সোনিয়া। যেন তাঁর জানাই ছিল, এই প্রশ্নটা আসবে। তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী সপাটে জবাব দিয়েছিলেন, ''কোনও উপ প্রধানমন্ত্রী থাকবে না, আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি।'' আসলে, ২০০৪ সালে প্রথম ইউপিএ সরকার গঠনের পর দু'বছর কাটতে না কাটতেই সর্বভারতীয় রাজনীতিতে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে গেছিল। তা হল, সরকার চালাচ্ছেন প্রণবই। তিনিই সরকারের অলিখিত নম্বর টু। তাই নৈনিতালে মনমোহন-সোনিয়ার সামনে এই প্রশ্নটা অবধারিতই ছিল। সোনিয়া এবার জানালেন, চার বছর পরে সরকারের শীর্ষে বদলের কথাটা তুলেছিলেন প্রণব নিজেই। মঙ্গলবার প্রকাশিত আত্মজীবনী 'বিলঙ্গিংঃ আ জার্নি অফ লাভ'-এ সোনিয়া লিখেছেন, ''উনি (প্রণব মুখোপাধ্যায়) বলেন, হয়তো সরকারের শীর্ষে বদলের সময় এসেছে। তাঁর কথায় চমকে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা থেকেই তিনি এ কথা বলছেন। আমি আলতো করে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিই। উনি হয়তো হতাশ হয়েছিলেন, কিন্তু সে জন্য আমার প্রতি তাঁর কোনও ক্ষোভ ছিল বলে কখনও বুঝতে দেননি।'' সেনিয়ার বয়ানে 'আমার মনে হয়েছিল' কথাটা জরুরি। প্রণব সরাসরি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী করার কথা বলেছিলেন, এমন দাবি তিনি করেননি। প্রস্তাবটির যে অর্থ তিনি করেছিলেন, বইয়ে সেটাই



লিখেছেন। তবে প্রণব ঘনিষ্ঠদের মতে, তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা ছিল তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তা অমূলকও নয়। বরং সঙ্গত। তবে তাঁর মাথায় আরও একটি প্রশ্ন ছিল। দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার যে দিকে যাচ্ছিল, নেতৃত্ব বদলে তার গতিপথ ফেরানো সম্ভব কি না। সোনিয়া যে সময়ের কথা লিখেছেন, সেটা ২০১০। প্রণব তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। নর্থ ব্লকে তাঁর দফতর। কিন্তু তাঁর কাজের পরিধি কতটা ছিল তা বুঝতে শুধু অর্থ মন্ত্রকের দিকে তাকালে চলবে না। তিনি ছিলেন লোকসভার নেতা। শরিকদের সঙ্গে সরকারের সমন্বয় রাখার অন্যতম প্রধান মুখ। একের পর এক মন্ত্রিগোষ্ঠীর বৈঠকের চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি। ২০০৪ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ৯৫টিরও বেশি মন্ত্রিগোষ্ঠীর সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রণব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধি কিংবা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে কোনও বিষয়ে সরকারের মতের অমিল হলে সমাধানের রাস্তা খোঁজার দায়িত্ব প্রায়ই পড়ত প্রণবেরই উপর। মনমোহন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু জোট চালানোর দৈনন্দিন দরকষাকষি এবং সংসদে সরকারের হয়ে জট ছাড়ানোর বড় অংশটা সামলাতেন তিনিই। ঘটনা হল, ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে কংগ্রেস ২০৬টি আসন জেতার পর দশ জনপথের ওজন বেড়েছিল। সেই জয়ের স্বস্তি অবশ্য বেশিদিন টেকেনি। ২০১০ সাল থেকে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগে সরকার চাপে পড়তে শুরু করে। বিরোধীদের আক্রমণে সংসদ চালানো কঠিন হচ্ছিল, সংসদের বাইরেও সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। সেই চাপ সামলাতে মনমোহনের সরকার ক্রমেই বেশি করে নির্ভর করছিল প্রণবের রাজনৈতিক দক্ষতার উপর। নেতৃত্ব বদলের কথাটা প্রণব তুলেছিলেন এই পটভূমিতেই। প্রণবের দক্ষতায় ভরসা ছিল। আস্থার প্রশ্নে ২০০৪ সালে কেন মনমোহনকে বেছে নিয়েছিলেন, তার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন সোনিয়া। বামেদের বাইরের সমর্থনে তখন ইউপিএ সরকার গঠিত হয়েছে। আর্থিক উদারীকরণের মুখ হিসেবে পরিচিত মনমোহন প্রধানমন্ত্রী হলে শিল্পমহলের আস্থা বজায় থাকবে

● এরপর ৬ পাতায়...

ছট পুজোয় ঘরে ফেরার ঢল, গয়া জংশনে উপচে পড়া ভিড়



গয়া (বিহার), ১০ নভেম্বর ঃ আসন্ন লোকআস্থা ও সূর্যোপাসনার মহাপর্ব ছট পুজো উপলক্ষে নিজ নিজ ঘরে ফেরার প্রবল ভিড় লক্ষ্য করা গেল বিহারের অন্যতম ব্যস্ত রেলওয়ে স্টেশন গয়া জংশনে। দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা ও পঞ্জাব সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কর্মক্ষেত্র থেকে পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে উৎসব পালনের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার যাত্রী ট্রেন থেকে নামতেই স্টেশন চত্বরে বিপুল সমাগম তৈরি হয়। প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে কনকোর্স ও বহির্গমন পথ-সর্বত্রই ছিল ঘরে ফেরা মানুষের উপচে পড়া ভিড়।যাত্রীদের দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি দূর করতে এবং উসবের আবহকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে পূর্ব মধ্য রেলের উদ্যোগে গয়া জংশনের লাউডস্পিকারে অবিরাম বাজানো হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ও সুরমধুর ছট লোকগীত। শারদা সিনহা সহ প্রখ্যাত লোকশিল্পীদের গাওয়া চিরায়ত ভক্তিগীতি স্টেশনের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ায় গোটা চত্বরে এক অপূর্ব উসবমুখর ও ভক্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।স্টেশনে বিপুল জনস্রোত সামাল দিতে ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) ও গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি)-এর পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। বয়স্ক ও শিশুদের সুবিধার্থে বিশেষ ' মে আই হেল্প ইউ' বুথ চালু রাখার পাশাপাশি যাত্রীদের সুশৃঙ্খলভাবে স্টেশনের বাইরে বের করে দেওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে রেল প্রশাসন।

পণ্ডিত মণিলাল নাগের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর



কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ কিংবদন্তি শাস্ত্রীয় সেতার বাদক ও পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত পণ্ডিত মণিলাল নাগের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার এক শোকবার্তায় তিনি প্রয়াত শিল্পীর সংগীত জীবনের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।সমাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর বার্তায় লিখেছেন, কিংবদন্তি শাস্ত্রীয় সেতার বাদক, পদ্মশ্রী পণ্ডিত শ্রী মণিলাল নাগ মহোদয়ের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আমি ওনার পরিবার পরিজন ও অসংখ্য অনুরাগীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি। ঈশ্বরের কাছে ওনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তি।বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রখ্যাত এই সেতার দিকপালের প্রয়াণে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত জগতে এক বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। দেশ-বিদেশের অগণিত শিক্ষার্থী ও সংগীতপ্রেমী মানুষ তাঁর সুরের সাধনায় ঋদ্ধ হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে সাংস্কৃতিক মহলেও গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘুমন্ত পরিবারের ওপর ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি, মধ্যপ্রদেশে মৃত ৩

সিংরৌলি, ১০ নভেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের সিংরৌলি জেলায় গভীর রাতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। কোতয়ালী থানা এলাকার বারাহপন গ্রামে একটি মাটির কাঁচা বাড়ি আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ায় ঘুমন্ত একই পরিবারের তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপে চাপা

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কলকাতায় কালীপুজোয় দেদার বাজির তাণ্ডবঃবায়ুমান সূচক ছাড়াল ৬০০-র গণ্ডি

কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ কালীপুজো উপলক্ষে সরকারি সমস্ত রকম নিষেধাজ্ঞা ও নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহরের আনাচে-কানাচে দেদার বাজি ফাটার জেরে কলকাতার বাতাসের গুণগত মান আশঙ্কাজনকভাবে ' বিপদজ্জনক স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। মধ্যরাতের কিছু পরেই মহানগরের বায়ুমান সূচক (একিউআই)-এ চরম অবস্থা লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে কলকাতা ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধোঁয়াশা ও ধূলিকণার এক ঘন চাদরে ঢেকে যায়। তবে দূষণের এই মারাত্মক ও উদ্বেগজনক মাত্রা সত্ত্বেও আশার কথা এই যে, দেশের ১০টি সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় কলকাতার নাম উঠে আসেনি।পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে প্রাপ্ত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাত দুটো নাগাদ কলকাতায় গ। বায়ু মান সূচক ৪৩৭ রেকর্ড করা হয়েছে, যা পরিবেশ বিজ্ঞানের ভাষায় ' বিপদজনক শ্রেণীভুক্ত। বাতাসে ভাসমান সবচেয়ে ক্ষতিকারক অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণা-র মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে ২৯৩ মাইক্রোগ্রামে পৌঁছে যায়, যেখানে পিএম ১০-এর মাত্রা ছিল ৩৫৪ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত।শব্দ ও বাজি দূষণের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব



লক্ষ্য করা গিয়েছে উত্তর কলকাতায়। কাঁকু।গাছি এলাকায় একিউআই বিপজ্জনকভাবে ৬১০-এর স্তরে পৌঁছে যায়। এছাড়া মানিকতলা (৫৩৮), বেনিয়াপুকুর (৫২৮), লেবুতলা (৪৯১), কাশীপুর (৪৯০) এবং তালতলা (৪৬৯)-তেও বায়ুদূষণের মাত্রা চরম উদ্বেগজনক রূপ নেয়। বিধাননগর (সল্টলেক) এলাকার পরিস্থিতিও ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সল্টলেকের ইই ব্লকে বায়ু মান সূচক ৬৬২, ডিজে ব্লকে ৫৫৭ এবং বিধাননগর পুরনিগম এলাকায় ৪৯০ রেকর্ড করা হয়েছে।মধ্য কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরে বায়ু মান সূচক ছিল ৪৮৪, এলগিন রোড ও হেস্টিংস এলাকায় ৪৬২ এবং ময়দান সংলগ্ন অঞ্চলে ৪৬১। দক্ষিণ কলকাতার চক্রবেড়িয়া (৪৭৮), বালিগঞ্জ (৪৭৪), লেক টেরাস (৪৪৬), ভবানীপুর (৪৩২), চেতলা (৪২৫), ঢাকুরিয়া (৩৯৭) এবং সাউথ সিটিতে (৩৬২) দূষণের মাত্রা ছিল বেশ চড়া। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির অবস্থাও ছিল অত্যন্ত সংকটজনক। হাওড়া জেলার ঘুসুড়ি এলাকায় পিএম ২.৫-এর সর্বোচ্চ মাত্রা ৫০০ এবং বেলুড়ে ৪৫৩ রেকর্ড করা হয়। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বায়ু মান সূচক দাঁড়ায় ৪৭৪।মহানগরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাতে থাকা এই বায়ুদূষণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও গ্রিন টেকনোলজিস্ট সোমেঃদ্রনাথ ঘোষ। দীর্ঘমেয়াদী কা। পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, শহরে চলাচলকারী ১৫ বছরের পুরনো পেট্রোল ও ডিজেলচালিত যানবাহনগুলির ওপর অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত, কারণ এগুলিই বাতাসে পিএম ২.৫, পিএম ১০ এবং ব্ল্যাক কার্বনের সবচেয়ে ব। উৎস। এর পাশাপাশি, রাস্তার ধারে ও ফুটপাথে কয়লার উনুন বা উনুন জ্বালানোর ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পরিবেশবান্ধব এলপিজি বা ইলেকট্রিক ওভেনে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য সরকারি ভর্তুকি ও সাহায্য প্রদান করা উচিত। সোমেন্দ্রনাথ ঘোষ আরও দাবি জানান যে, বাতাসে জমে থাকা ক্ষতিকারক ধূলিকণা দ্রুত মাটিতে নামিয়ে আনতে এবং গাছপালার পাতা থেকে ধূলি সরিয়ে অক্সিজেন উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়াতে কলকাতা জুড়ে অন্তত ১০০টি ওয়াটার ক্যানন (জল ছিটানোর গাড়ি) নামানো দরকার।

মুম্বইয়ের মালাডে বাজির দোকানে আগুন ভেঙে পড়ল ছাদ, মৃত এক

মুম্বই, ১০ নভেম্বর ঃ দীপাবলির রেশ কাটতে না কাটতেই মুম্বইয়ের পশ্চিম মালাডের মালবণী এলাকায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল। সোমবার গভীর রাতে একটি বাজির দোকানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে দোকানের কংক্রিটের ছাদ ভেঙে পড়ে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ থাকার পর দোকানের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে তার সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।দমকল ও পুরপ্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম মালাডের আব্দুল হামিদ মার্গের মালবণী ৮ নম্বর গেট সংলগ্ন একটি বহুতলের একতলায় প্রায় ২০ ফুট বাই ৩০ ফুট আয়তনের একটি দোকানে সোমবার রাতে আচমকাই আগুন লেগে যায়। দোকানটিতে বিপুল পরিমাণে বাজি, আতশবাজি এবং বিদ্যুতের ওয়্যারিং ও সরঞ্জাম মজুত ছিল। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছায়িয়ে পড়ে এবং বাজিগুলিতে একের পর এক তীব্র বিস্ফোরণ ঘটতে শুরু করে।বিস্ফোরণের প্রচণ্ড অভিঘাতে দোকানের ওপরের কংক্রিটের স্ল্যাবটি ভেঙে ভেতরে পড়ে যায়। ঘটনার সময় দোকানে উপস্থিত একটি কিশোর নিখোঁজ হয়ে পড়েছিল। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে। আগুন নেভানোর পর ধ্বংসস্তূপের ভেতর তল্লাশি চালিয়ে ওই কিশোরের সম্পূর্ণ ঝলসে যাওয়া দেহ উদ্ধার করা হয়। তাঘি।একটি বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাকে বৃহন্মুম্বই পুর নিগম (বিএমসি)-এর

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,১০ নভেম্বরঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

নদী পর্যটনে ধারণা বদলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদীঃসর্বানন্দ সোনোয়াল



নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর ঃ পবিত্র যমুনার বুকে 'নমো যমুনা রিভার সাফারি'র সূচনাকে ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ ও নদী পর্যটনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যা দিলেন কেঃদ্রীয় বঃদর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। মঙ্গলবার সোনিয়া বিহারে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, অতীতে ভারতে নদী ক্রুজের অপার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলেই এখন ভারত বিশ্বের দীর্ঘতম রিভার ক্রুজ পরিচালনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে নজির স্থাপন করেছে।উদ্বোধনী মঞ্চে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, জলই সমস্ত জীবের প্রাণ জল ছাড়া এই পৃথিবীর কোনও প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারে না। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথগুলির উন্নয়ন ও সম্ভাবনার বিষয়ে গভীর সমীক্ষা ও গবেষণার উদ্যোগ নেন। স্থানীয় মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং দিল্লি সরকারের সহযোগিতায় সোনিয়া বিহারে আজকের এই সফল আয়োজন প্রধানমন্ত্রীর সেই বলিষ্ঠ দূরদর্শিতারই সুস্পষ্ট প্রমাণ।পূর্ববর্তী সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে কেঃদ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী একবার ঠিকই বলেছিলেন-আগে রিভার ক্রুজ নিয়ে কথা উঠলেই মানুষ ইউরোপের উদাহরণ দিত। সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল, রিভার ক্রুজের রোমাঞ্চ পেতে হলে ইউরোপে যেতে হবে, আর সমুদ্র ক্রুজের জন্য আমেরিকার মায়ামি। পূর্ববর্তী প্রশাসন এমন এক নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল, যাতে মনে হতো ভারতে এই ধরনের প্রকল্প গড়ে তোলা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মতো সুবিশাল নদী থাকা সত্ত্বেও আমরা রিভার ক্রুজকে অসম্ভব বলে ধরে নিয়েছিলাম।ভারতের সাম্প্রতিক সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে সোনোয়াল যোগ করেন, আজ ভারত বিশ্বের দীর্ঘতম রিভার ক্রুজ সফলভাবে পরিচালনা করে বিশ্বমঞ্চে এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে। ২৭টি নদী অববাহিকা ছুঁয়ে ৩,২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করা কোনও সাধারণ বিষয় নয়। সেই ঐতিহাসিক যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন সুইজারল্যান্ডের ৩২ জন বিদেশি পর্যটকও। যমুনার বুকে চালু হওয়া এই আধুনিক সাফারি রাজধানীর পর্যটন ও পরিবেশ সচেতনতাকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

উৎসবের মরসুমে ভিড় সামাল দিতে আনন্দ বিহার থেকে ছাড়বে বিশেষ অসংরক্ষিত ট্রেন

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর ঃ উৎসবে অতিরিক্ত যাত্রীর ভিড় সামাল দিতে এবং যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখে একটি অসংরক্ষিত ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিলো উত্তর রেলওয়ে। এই ট্রেনটি চালানো হবে আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ভাগলপুরের মধ্যে ।মঙ্গলবার উত্তর রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, ট্রেন নম্বর ০৪৪৭৮ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-ভাগলপুর অসংরক্ষিত ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেনটি মঙ্গলবার দুপুর ১৪৫ মিনিট নাগাদ আনঃদ বিহার টার্মিনাল থেকে রওনা হবে। ট্রেনটি ১২৩৬৮ বিক্রমশিলা এক্সপ্রেসের নির্ধারিত রুট ধরে চলবে ।যাত্রাপথে ট্রেনটি গাজিয়াবাদ, আলিগড়, টুন্ডলা, কানপুর সেন্ট্রাল, প্রয়াগরাজ জংশন, পণ্ডিত দিন দয়াল উপাধ্যায় জংশন, বক্সার, আরা, পাটনা জংশন, ফতুহা, বখতিয়ারপুর, বার্হ, মোকামা, হাতিদহ জংশন, লখীসরাই জংশন, কিউল, জামালপুর এবং সুলতানগঞ্জ স্টেশনে থামবে।

প্রকাশিত সনিয়া গান্ধীর স্

শহর ও শহরতলী

‘কালীপুজোয় যথেষ্ট কম বাজি ফেটেছে’, শব্দবাজি বিতর্কে এবার ক্ষমা পাপিয়া অধিকারীর!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ শব্দবাজি নিয়ে বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না টালিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীর। কালীপুজোয় শব্দবাজি ফাটানো নিয়ে একের পর এক মন্তব্য করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে চর্চার কেঃন্দ্রে তিনি। কয়েকদিন আগে ‘ রোগ সারে’ বলে মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করেছিলেন পাপিয়া। এবার কালীপুজোর রাতে শব্দবাজির দাপট নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ে তাঁর দাবি, এ বছর যথেষ্ট কম বাজি ফেটেছে। শুধু তাই নয়, নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে আগের বক্তব্য প্রত্যাহারও করেছেন বিজেপি বিধায়ক। যদিও একই সঙ্গে বিরোধীদের কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, তিনি কিছু বললেই তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। সোমবার কালীপুজোর রাতের শব্দদূষণ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পাপিয়া অধিকারী বলেন, টালিগঞ্জ এলাকায় এবার শব্দবাজির পরিমাণ অনেকটাই কম ছিল। তাঁর কথায়, টালিগঞ্জে শব্দবাজি একেবারেই কম। গান কম বেজেছে। বাংলা গান সবাই শুনছে। শুধু তাই নয়, বাজির শব্দে পোষ্যদের কোনও সমস্যা হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি। নিজের বাড়ির পোষ্যদের উদাহরণ দিয়ে বিধায়কের বক্তব্য, কালীপুজোয় এবার যথেষ্ট কম বাজি ফেটেছে। তাঁর বাড়ির পোষ্যরা আগের মতোই স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। ভয়ে কোথাও লুকিয়ে পড়েনি। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ,





কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গা থেকে কালীপুজোর রাতে বিকট শব্দে বাজি ফাটার অভিযোগ সামনে এসেছে। বাজি ফাটানো নিয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাপিয়া বলেন, একটা সময় বাজি ফাটানো কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কালীপুজোয় বাজি ফাটানো যাবে না, এমন পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন কেউ কেউ। তবে সেই পরিস্থিতি আর চলবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এরপরই নিজের আগের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রসঙ্গ ওঠে। শব্দবাজি ফাটালে অসুখ-বিসুখ সেরে যায় বলে তাঁর বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পাপিয়া বলেন, এটি মূলত আলোর উসব, প্রদীপের পুজো। তাঁর দাবি, তিনি কোনও মন্তব্য করলেই তা নিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরি হয়। তাঁর কথায়, আমি কোনও কথা বললে টিআরপি বেড়ে যায়। আমি কাশলে, হাঁচলেও সেকু-মাকুরা ধরে নেবে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, আগে বাড়ির বড়রা বলতেন প্রদীপ জ্বালানো এবং যজ্ঞের মাধ্যমে সমাজের অশুভ শক্তি দূর হয়। দীপ জ্বালানোর সঙ্গে সামাজিক অন্ধকার দূর করার একটি প্রতীকী সম্পর্ক রয়েছে বলেও ব্যাখ্যা করেন তিনি। তবে বিতর্কের মধ্যেই নিজের বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন বিজেপি বিধায়ক। পাপিয়ার কথায়, বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গিয়েছে। তাই পুরনো দিনের ধারণাকে বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ঠিক নয়। তাঁর বক্তব্য, এখন বাজির যুগ। বিজ্ঞান এত এগিয়ে গিয়েছে যে, এই কথাগুলো আর ঠিক নয়। আমার কথায় আঘাত লাগলে ক্ষমা চাইছি। আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। অর্থা, শব্দবাজি ফাটালে রোগ সেরে যায়- এমন মন্তব্য থেকে কার্যত সরে এলেন তিনি। তবে একই সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারি, অ্যাংটি বিজেপি কথা বললেই এবার আমরা ধরব। ফলে ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি তাঁর এই মন্তব্যও নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

উল্লেখ্য, কালীপুজোর রাতে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কলকাতা পুলিশের তরফে অভিযান চালানো হয় এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে, উসবের রাতে বাতাসে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশবিদরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, শব্দবাজির বিকট আওয়াজ শুধু মানুষের শ্রবণশক্তির উপরই প্রভাব ফেলে না, শিশু, প্রবীণ, অসুস্থ ব্যক্তি এবং পোষ্যদের জন্যও তা মারাত্মক অস্বস্তির কারণ হতে পারে। সব মিলিয়ে কালীপুজোর বাজি বিতর্কে পাপিয়া অধিকারীর মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত। একদিকে শব্দবাজি কম ফাটার দাবি, অন্যদিকে আগের বক্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা চাওয়া- দুইয়ের জেরে ফের শিরোনামে টালিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক।

গ্রামোন্নয়নের কাজের সূচনায় রাজ্যের মন্ত্রী বাগনানে



মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া ঃ গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান রাজ্যের মন্ত্রী। জব কার্ড আছে অথচ কাজ করছে না ,তাই এলাকায় ভি ভি জি রাম জি প্রকল্পে ব্যাঘাত হচ্ছে-এমন অভিযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রচ্ছন্ন হুমকি দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোফোন দফতরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামানিক। মঙ্গলবার হাওড়ার বাগনানের বেনাপুরে বাগনান দুই ব্লকের বেনাপুরে এই প্রকল্পের কাজের উদ্বোধন করতে এসে প্রতিমন্ত্রী এই কথা জানান। সেদিন তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সরকারের কাছে যাতে এই কাজের দিনের মজুরি বৃদ্ধি হয় তার কথা বলবেন পাশাপাশি যাদের জব কার্ড আছে অথচ কাজ করছেন না অন্য তো কাজ করছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়ার কথাও চিন্তা ভাবনা করতে হবে। একজনের উন্নয়নে বিকশিত ভারত হতে পারে না। তাই সবাই মিলে কাজে এগিয়ে আসতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা শাষক পি দীপ প্রিয়া, বিধায়ক চিরন বেরা, বিধায়ক অমিত সামন্ত,অনুপম মল্লিক, দেবাশীষ সামন্ত প্রমুখ।

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে ‘আপত্তিকর মন্তব্য! সাসপেন্ড ইনস্পেক্টর একলাখ আহমেদ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে বড়সড় পদক্ষেপ করল লালবাজার। সাসপেন্ড করা হল কলকাতা পুলিশের ইনস্পেক্টর একলাখ আহমেদকে। সোমবার সকালে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সরকারি পদে থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকারের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাসপেনশন চলাকালীন সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকের বেতনের অর্ধেক কেটে নেওয়া হবে বলেও নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতা পুলিশ মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত কলকাতা পুলিশের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আলোচনা চলাকালীন। অভিযোগ, সেই আলোচনার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে একের পর এক আপত্তিকর মন্তব্য করেন ইনস্পেক্টর একলাখ আহমেদ। তাঁর মন্তব্য ঘিরে গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। শুরু হয় বিতর্ক। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রুপ থেকে নিজের করা মন্তব্যগুলি মুছে দেন ওই পুলিশ আধিকারিক। পাশাপাশি ক্ষমাও চেয়ে নেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে সেই মন্তব্যের স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে। ভাইরাল হয়ে যায় সংশ্লিষ্ট পোস্টের ছবি। বিষয়টি কলকাতা পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের নজরে আসতেই শুরু হয় তৎপরতা। এরপরই গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে ইনস্পেক্টর একলাখ আহমেদের বিরুদ্ধে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নেয় লালবাজার। কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দা আগেই পুলিশ আধিকারিকদের সমাজমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কোনও মন্তব্য বা পোস্ট সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে দায়িত্বশীল পদে থেকে সমাজমাধ্যমে কোনও বক্তব্য প্রকাশের আগে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এবার সেই সতর্কবার্তার পরেও খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগ ওঠায় কঠোর অবস্থান নিল লালবাজার। সোমবার জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, একজন সরকারি কর্মী হিসেবে তাঁর আচরণ এবং মন্তব্যের বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। সাসপেনশন চলাকালীন বেতনের অর্ধেক কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্তও প্রশাসনিক পদক্ষেপের গুরুত্ব বাড়িয়েছে। উল্লেখ্য, সমাজমাধ্যমে বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে এর আগেও কলকাতা পুলিশের দুই উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডিসি নর্থ ৩ বিধান সাহা এবং ডিসি পোর্ট ২ পার্থ প্রতিম দাস। সেই ঘটনার পরেই পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দা পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন।

ভাইফোঁটার আগে মিষ্টির বাজারে রেকর্ড ভিড় হুগলীতে

বনস্পতি দে, হুগলিঃ ভাইফোঁটা মানেই মিষ্টিমুখ আর আনন্দের জোয়ার। আর এই উৎসবের ঠিক আগে হুগলি জেলার মিষ্টির দোকানগুলোতে উপচে পড়ল ক্রেতাদের ভিড়। চন্দননগর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া থেকে শুরু করে জেলার গ্রামীণ অঞ্চলের নামী-দামি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারগুলোতে সোমবার ও মঙ্গলবার তিল ধারণের জায়গা ছিল না। তবে এবছর মিষ্টির বাজারে একটি বিশেষ ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে-তা হলো সাইজে ছোট মিষ্টির চাহিদা এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলা মূল্যবৃদ্ধি। দোকানি ও ক্রেতাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এ বছর কাঁচামাল, দুধ, চিনি এবং ছানার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মিষ্টির দামও গড়ে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সাধারণ সন্দেশ থেকে শুরু করে স্পেশাল রসগোল্লা-সবকিছুরই দাম কিছুটা বেশি। কিন্তু ভাইফোঁটার পবিত্র বন্ধনের কাছে এই দামবৃদ্ধি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। দাম বাড়লেও ক্রেতাদের উৎসাহে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। এবারের বাজারে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছে ’মিনি’ বা সাইজে ছোট মিষ্টির রমরমা। গত কয়েক বছর ধরে ছোট মিষ্টির চল বাড়লেও এবছর তা চরমে উঠেছে। স্বাস্থ্যসচেতনতা, ডায়াবেটিসের ভয় এবং বিভিন্ন ফ্লেভারের একাধিক মিষ্টি একসাথে চেখে দেখার আগ্রহ থেকেই ক্রেতারা এখন বড় সাইজের মিষ্টির বদলে ছোট সাইজের সন্দেশ, রসগোল্লা এবং ড্রাইফ্রুটস লাড্ডুর দিকে ঝুঁকছেন। বিক্রেতারাও ক্রেতাদের এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে হরেক রকমের ছোট মিষ্টির পসরা সাজিয়েছেন। চন্দননগরের এক প্রবীণ মিষ্টি বিক্রেতা বলেন, দাম একটু বাড়লেও ভাইফোঁটার বাজারে বিক্রিতে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। বিশেষ করে সুগার-ফ্রি এবং ছোট সাইজের মিষ্টির চাহিদা এবার আকাশছোঁয়া। মানুষ এখন একসঙ্গে অনেক রকমের মিষ্টি কেনার জন্য ছোট সাইজ পছন্দকরছেন। শ্রীরামপুরের এক ক্রেতা বললেন, ভাইফোঁটায় ভাইদের মুখে মিষ্টি তুলে দেওয়া আমাদের ঐতিহ্য।

ক্ষেত বাঁচাও অভিযানে কলকাতায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতাঃকেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের নানা উদ্যোগে বাংলায় কতটা রূপায়িত হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে চার দিনের কলকাতা সফরে এলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মাননীয় রামনাথ ঠাকুর মহাশয়। কলকাতা নেতাজি সুভাষ বিমানবন্দরে মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন নানা সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তপশিলি জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের সম্পাদক সৌমেন কোলে মহাশয় ও ১৬ টি জেলার পদাধিকারী সহ - কর্মীরা মন্ত্রী মহাশয় কে কলকাতা বিমানবন্দরে স্বাগত জানান । চারদিনের সফরে কৃষি বিষয়ে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী উভয়ই এই মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবেন। তার পাশাপাশি ICAR (CIEF,NINFET,NBSS LUP) এই সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকরা একত্রিতভাবে উপস্থিত থাকিবেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের ও পশ্চিমবঙ্গবাসীর কিভাবে কৃষি দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরে মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন করা যায় এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডার নিয়ে এই মিটিংয়ে আলোচনা হবে। বৈঠকটি সল্টলেক ICAR এর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হবে । ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের আধিকারিক ও বৈজ্ঞানিকগণ একত্রে যে যোজনাটি শুরু করেছেন গত ২৮ সে অক্টোবর ২০২৬ থেকে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য , সেই যোজনা টি হল ক্ষেত বাঁচাও অভিযান । এই অভিযানেও উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী ও আধিকারিকগণ। ক্ষেত বাঁচাও অভিযানের মূল উদ্দেশ্য রাসায়নিক স্যার জমিতে ব্যবহার কম করে অর্গানিক ও প্রাকৃতিক খেতিকে প্রাধান্য দেওয়া। আগামী দিনে যাতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা ও চাষযোগ্য জমিকে ঠিক রাখা যায় তার জন্যই সরকারের এই যোজনা। জমি না বাঁচালে আমরা কেউ বাঁচবো না তার মূল কারণ জমির উর্বর শক্তি বাড়ানোর জন্য ও উর্বর শক্তি বাড়িয়ে ফসলের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য কৃষকরা জমিতে অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করছেন। এর থেকে সকলকে বাঁচানোর জন্য সরকারের তরফ থেকে এই যোজনা ও সচেতনতা। তাই আমাদের সকলের উচিত সরকারের এই উদ্যোগকে গ্রহণ করা এবং আগামী দিনে ধাপে ধাপে প্রাকৃতিক খ্যাতি দিকে প্রত্যেককে মনোনিবেশ করা । সরকারের এই যোজনাকে সার্থক রূপ দিতে গেলে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন তাই কৃষকদের পাশাপাশি সমস্ত স্তরের মানুষের সরকারের এই যোজনাকে সাথ দেওয়া প্রয়োজনীয়তা আছে । জমির উর্বরতা শক্তি বাড়াতে ব্যবহার হচ্ছে রাসায়নিক সার। ফলে মানুষের শরীরে নানা রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার দ্রুত কমিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাসায়নিক সারের বদলে প্রাকৃতিক চাষ বা ন্যাচারাল ফার্মিংয়ে জোর দিচ্ছে কেঃদ্রীয় কৃষি দপ্তর। প্রাকৃতিক চাষ দেশের পরম্পরা এক পদ্ধতি। যেখানে গোরুর মল ও নানা প্রাকৃতিক জিনিস জমিয়ে চাষের কাজে ব্যবহার করা হত। উপাদিত শস্য ও ফসলের স্বাদ ছিল অন্যরকম। বর্তমানে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে ব্যাপক পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শুরু হয়েছে। রাসায়নিক সারে উৎপাদিত পণ্যের স্বাদ ও পুষ্টিগুণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। এর ফলে মানুষের শরীরে নানা রোগ বাসা বাধছে।

শেষ পর্যায়ের ক্যানসার রোগীদের যন্ত্রণা কমাতে হোমিওপ্যাথি? যৌথ উদ্যোগে স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ক্যানসারের শেষ পর্যায়ে রোগীর শারীরিক যন্ত্রণা কমানো এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই চিকিৎসকদের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। অসহ্য ব্যথা, শারীরিক দুর্বলতা, ঘুমের সমস্যা থেকে শুরু করে কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া- নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন রোগী ও তাঁর পরিবার। এই পরিস্থিতিতে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা উপশমমূলক চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির সম্ভাব্য ভূমিকা খতিয়ে দেখতে উদ্যোগী কলকাতার দুই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি । তবে এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হোমিওপ্যাথি ক্যানসার সারাতে পারে কি না, তা প্রমাণ করা নয় বরং প্রচলিত চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীর উপসর্গ ও স্বস্তির ক্ষেত্রে কোনও অতিরিক্ত উপকার পাওয়া যায় কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা। এনআইএইচ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক আলোচনার পর গত ৭ অক্টোবর এই বিষয়ে সিএনসিআই কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এনআইএইচ-এর ডেপুটি মেডিক্যাল সুপার এবং ক্যানসার ওপিডির দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ ললিত সিং এই উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন। তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, শেষ পর্যায়ের ক্যানসারে আক্রান্ত কিছু রোগীর ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সম্ভাব্য প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হবে। বিশেষ করে ব্যথা, অস্বস্তি, ঘুমের সমস্যা এবং অন্যান্য উপসর্গের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি না, তা নথিভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এই ধরনের পর্যবেক্ষণের ফলাফলকে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য করতে প্রয়োজন উপযুক্ত গবেষণাপদ্ধতি, তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং দীর্ঘমেয়াদি তথ্য। এনআইএইচ সূত্রের দাবি, প্রায় ১৫ বছর ধরে ক্যানসার রোগীদের জন্য পৃথক আউটডোর পরিষেবা চালাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। ২০২৩ সাল থেকে এই পরিষেবার আওতায় প্রায়



৩,০৫৭ জন ক্যানসার রোগী নথিভুক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৮৬ জন নতুন রোগী বলে জানা গিয়েছে। এতদিনের অভিজ্ঞতাকে এবার আরও সংগঠিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার আওতায় আনতে চাইছেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা। এনআইএইচের ডিরেক্টর ডাঃ প্রলয় শর্মার মতে, ক্যানসারের শেষ পর্যায়ে অনেক সময় রোগীর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যন্ত্রণা নিয়ন্ত্রণ এবং যতটা সম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাপন বজায় রাখা। সেই ক্ষেত্রে সহায়ক চিকিসার ভূমিকা নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, কিছু রোগী প্রচলিত চিকিৎসা যেমন কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি নিতে অনিচ্ছুক হয়ে হোমিওপ্যাথির দিকে ঝোঁকেন। তাঁদের ক্ষেত্রে লিখিত সম্মতি নিয়ে চিকিসা দেওয়া হচ্ছে বলে এনআইএইচ সূত্রে দাবি। ডাঃ ললিত সিংয়ের দাবি, ফুসফুস, স্তন এবং হাড়ের ক্যানসারে আক্রান্ত কয়েকজন রোগীর ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক পর্যবেক্ষণ পাওয়া গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, কিছু রোগী তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত তুলনামূলক স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে টিউমারের আকার স্থিতিশীল থাকা এবং স্তন ক্যানসারের রোগীদের মধ্যে পুনরাবৃত্তি না হওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। তবে এই দাবিগুলি এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নয়। রোগের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি, প্রচলিত চিকিসার প্রভাব এবং অন্যান্য শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনা না করে শুধু হোমিওপ্যাথিকে এর কারণ বলা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যানসারের ক্ষেত্রে সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, ইমিউনোথেরাপি এবং অন্যান্য প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসার গুরুত্ব অপরিসীম। হোমিওপ্যাথি ক্যানসার সারায় বা প্রচলিত চিকিৎসার বিকল্প হতে পারে, এমন নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বর্তমানে নেই। এমনকী, ব্যথা কমানো বা অন্যান্য উপসর্গ নিয়ন্ত্রণেও এর কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই রোগীর সম্মতি, চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধান এবং প্রমাণভিত্তিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার বজায় রেখেই এই ধরনের পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। বিশেষ করে কোনও রোগী যেন হোমিওপ্যাথির আশায় প্রয়োজনীয় ক্যানসার চিকিৎসা বন্ধ না করেন, তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শেষ পর্যায়ের ক্যানসার রোগীদের যন্ত্রণা কমানো নিঃসন্দেহে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম মানবিক লক্ষ্য। সিএনসিআই ও এনআইএইচের প্রস্তাবিত যৌথ উদ্যোগের ফলাফল আগামী দিনে এই বিষয়ে নতুন তথ্য দিতে পারে। তবে সেই তথ্যের ভিত্তি হতে হবে স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

ছটপুজোয় জনসমুদ্র সামলাতে এবার বিশেষ পরিকল্পনা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতাঃ ছটপুজোয় জনসমুদ্র সামলাতে এবার বিশেষ পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের। ১৫ নভেম্বর জলপথে হাওড়া-কলকাতার ঘাটে পূজার্চনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ছটপুজোয় গঙ্গার ঘাটে জনসমুদ্র সামলানো থেকে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা, পানীয় জল ও অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা-কোনও ক্ষেত্রেই যাতে সামান্যতম খামতি না থাকে, তার জন্য এবার উৎসবের আগেই কোমর বেঁধে নামল রাজ্য সরকার। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমের কথা মাথায় রেখে ছটপুজোর প্রস্তুতিতে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে মঙ্গলবার হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ও শিবপুরের গঙ্গার ঘাট সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, দুই বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ ও সঞ্জয় সিং। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসন, হাওড়া পুরসভা এবং পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। শুধু ঘাটের পরিকাঠামো দেখেই দায় সারেননি মন্ত্রীরা। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে পানীয় জল, বায়ো টয়লেট, মহিলা ও পুরুষদের পৃথক পোশাক পরিবর্তনের ঘর, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি-প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে গঙ্গার জোয়ার-ভাটার পরিস্থিতির উপরও। জলস্তরের ওঠানামা বিবেচনা করে কোথায় কী ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া পয়োজন, তা নিয়েও আলোচনা হয়।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1 "Temporary Arrangement of AV System, Display, Sound System and allied IT Works at Circuit House, Bankura, in Connection with the Visit of the VVIP, West Bengal, on 12.11.2026." 2." Temporary IT Infrastructural Works at Circuit House, Bankura, in Connection with Visit of the VVIP, West Bengal, on 12.11.2026." **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-128 & 129 of 2026-27.** Last date of submission of Quotation: **11.11.2026 up to 11:00 AM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/- EE
Bidhannagar IT Division,
PWD

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিডব্লু/পার্ক/ই-অকশন অ্যাপ্রুভাল/২০২৫ তারিখ ঃ ১০.১১.২০২৬

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ (নিলাম পরিচালনকারী কর্তৃপক্ষ), ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ শিয়ালদহ ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। নিলাম ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ **(১) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্ক-নভে./২৬-০৩; নিলাম শুরুর তারিখ ঃ** ১৩.১১.২০২৬ দুপুর ১.০০টা। **ক্রম. নং., IREPS লট নং., পার্কিং লট ও লোকেশন** যথাক্রমে ঃ **এএ/১;** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিডিজেড-২৮৮-২৬-২; বাদকুল্লা। **এএ/২;** পার্কিং-এসডিএএইচ-ডিবিটি-টিডব্লু-৩৪২-২৬-১; দক্ষিণ বারাসাত। **এএ/৩;** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিপি-টিডব্লু-২৮-২৬-১; বারাকপুর। **এএ/৪;** পার্কিং-এসডিএএইচ-এইচআরও-টিডব্লু-৩৩৮-২৬-১; হাড়োয়া রোড। **এএ/৫;** পার্কিং-এসডিএএইচ-এমপিআরডি-টিডব্লু-৩২৯-২৬-১; মথুরাপুর রোড। **এএ/৬;** পার্কিং-এসডিএএইচ-এসএসপি-টিডব্লু-২০৪-২৬-১; সন্তোষপুর। **এএ/৭;** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিজিএল-টিডব্লু-২৫৮-২৬-১; বগুলা। **এএ/৮;** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএআরইউ-টিডব্লু-৩০৩-২৬-১; বহরঃ। **এএ/৯;** পার্কিং-এসডিএএইচ-এমবিবি-টিডব্লু-১৮৫-২৬-১; মুর্শিদাবাদ। **এবি/১;** পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইএল-এমএস্ক-৪৪৪-২৬-২; কল্যাণী। **

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৩৬ সংখ্যা, বুধবার্ , ২৪ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

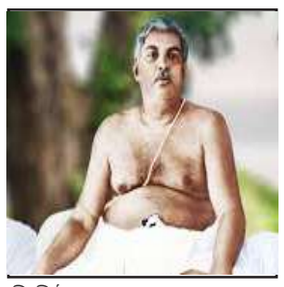
শহিদ কানাইলাল

সারা বাংলায় যতগুলি জেলখানা রয়েছে তার মধ্যে প্রেসিডেন্সি জেলেই (তখন নাম ছিল আলিপুর জেল) প্রথম যে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীর ফাঁসি হয়েছিল (১০/১১/১৯০৮) তাঁর নাম কানাইলাল দত্ত । তাঁর আগে যে বাঙালি বিপ্লবীর ফাঁসি হয়েছিল তাঁর নাম ছিল ক্ষুদিরাম বসু । ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল বিহারের মজফফরপুর জেলে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট । তারপরই এই হতভাগ্য কানাইলাল। ক্ষুদিরামের নামে বিহারের মজফফরপুর জেল এখন শহিদ ক্ষুদিরাম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্সি জেলের নাম পরিবর্তিত হয়নি। এর কারণ কি এটাই যে, আমরা যতই নিজেদের বাংলা ভাষার জন্য গর্বিত বলে দাবি করিনা কেন এখনো সল্ট লেক, সাদার্ন এভিনিউ , প্রেসিডেন্সি - এসব সাহেবি নাম উচ্চারণ করে মনেমনে বেশ তৃপ্তি অনুভব করি? ক্ষুদিরামের নামে কলকাতা হাইকোর্টের সামনে নয়নাভিরাম স্ট্যাচু আছে, তার বিপরীতে আছে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র আর মেট্রো রেলের তরফে আছে শহিদ ক্ষুদিরাম রেল স্টেশন। কানাইলালের নামে কলকাতায় কী আছে? কানাইলাল হলেন প্রথম বিপ্লবী যিনি ছিলেন সে যুগের বিএ পাশ । তাঁর আগে সারা ভারতের আর কোন বিএ পাশ বিপ্লবী ফাঁসিতে আত্মাহুতি দেননি। কানাইলাল হলেন প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী দেশের স্বাধীনতার জন্যে যার ফাঁসিতে মৃত্যু আন্তর্জাতিকভাবে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করেছিল প্যারিসের সোস্যালিস্ট মুখপত্র Humanite - এ । কানাইলালের আগে আর কোন ভারতীয় বিপ্লবী আন্তর্জাতিকভাবে এতোটা নজর কাড়েননি । ভারতে ব্রিটিশ শাসন যে স্বর্গের সুষমা বয়ে আনতে পারেনি কানাইলালের ফাঁসির ঘটনা থেকে বিশ্ববাসী সেটা প্রথম বুঝতে পারে। অনেকেই জানেন না যে, মজফফরপুরে কিংসফোর্ডকে খুনের উদ্দেশ্যে প্রথমে প্রফুল্ল চাকী ও কানাইলালকে পাঠানো হয়েছিল 'রেইকিতে' যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যাতে এই দুই বিপ্লবী জায়গাটা সরেজমিনে দেখে কলকাতায় গিয়ে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে ছক কষে ও পরিকল্পনা সাজিয়ে পরে এসে অ্যাকশান করতে পারে । প্রফুল্লর ছদ্মনাম নাম ছিল দীনেশ চন্দ্র রায় ও কানাইলালের ছদ্মনাম ছিল দুর্গাদাস সেন । কিন্তু কলকাতায় ফিরে আসার পর মূলত বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাসের সুপারিশে কানাইলালের বদলে পাঠানো হয়েছিল মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসুকে যার ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছিল হরেন সরকার কানাইলাল হলেন সেই হতভাগ্য বিপ্লবী যার বিএ ডিগ্রিটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হেফাজত থেকে লোপাট হয়ে গিয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে । তার কারণ আর টি আই করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। কানাইলালের এই ঐতিহাসিক বিএ ডিগ্রিটি ১৯৮৯ সালের ১৩ এপ্রিল চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করা হয়েছিল। কবিগুরুর নোবেল-চুরি নিয়ে বায়োস্কোপ পর্যন্ত হয়ে গেছে। কানাইলাল হলেন সেই বিরল বিপ্লবী যার ফাঁসির পর কলকাতা শহরে শোকযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী জনতা।

সম্পাদক অমল হোম

সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক অমল হোম জন্ম ১০ নভেম্বর, ১৮৯৩ সালে। অমল হোম তাঁর স্মৃতিচারনে লিখছেন, 'দীনেন্দ্রনাথের বেনুকুঞ্জে গানে, গল্পে আড্ডা জমিয়েছি কালিদাস নাগ আর আমি। বৈকালিক চা পর্ব শেষ হয়েছে, দিকদিগন্ত ধুলোয় ঢেকে ছুটে এল ঝড়। আমরা দেখছি দাঁড়িয়ে বারান্দায়, হঠাৎ দীনদা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঐ দেখ রবিদা আসছে।' দেখি সেই ঝড়ের মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ছুটে আসছেন। তাঁর বেশবাস, তাঁর শ্মশ্রুকেশ উড়ছে। জোব্বাটাকে চেপে ধরেছেন বাঁ হাতে আর ডান হাতে চেপে ধরেছেন চোখের চশমাটা। আরেকটু এগিয়ে আসতেই শুনতে পেলাম, গলা ছেড়ে তিনি গাইছেন, 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।' বারান্দাতে উঠেই বললেন, 'দিনু এই নে।' ঘরে এসে বসে পড়লেন দীনেন্দ্রনাথের ফরাশে। তারপর নামল বৃষ্টি মুষলধারে। আর নামল অজস্রধারায় কবি ও দীনেন্দ্রনাথের গান।' অমল হোম দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মজিলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে আকৃষ্ট হন। তিনি প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় শিক্ষানবিশ ছিলেন। সাংবাদিকতা জীবনের বিভিন্ন সময় তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঙ্গলী, লালা লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি দৈনিক দি পাঞ্জাবী, কালীনাথ রায় সম্পাদিত লাহোরের দি ট্রিবিউন, বিপিনচন্দ্র পালের সহকারী হিসেবে মতিলাল নেহেরুর দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কলকাতায় ইন্ডিয়ান ডেইলী নিউজ, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি এবং সুভাষচন্দ্র বসু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিকল্পিত ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল নামক পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিই ১৯৩১ সালে কলকাতায় প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেন । ১৯৪৯ সালে অমল হোম তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আগ্রহে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ডাইরেক্টর অব পাবলিসিটি পদে যোগদান করেন। তিনি রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কলকাতা পুরসভা থেকে মিউনিসিপ্যাল গেজেট প্রকাশ হতো। সেই গেজেটকে আকর্ষনীয় করে তোলার ভার গ্রহণ করেছিলেন অমল হোম। তিনি নেতাজিকে নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ নিয়ে আরও একটি উল্লেখযোগ্য দলিল প্রকাশ করেন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন থেকে। তিনি সাহিত্য জগতে অমর রয়ে রয়েছেন তাঁর নিষ্ঠাবান কাজের জন্য।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে হবে। ভক্তিবাদকে জাগরিত করতে হবে। নারীর উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে বিশ্বের উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার জগতের উন্নতি সাধন করতে হবে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশকে আপ্লুত করতে হবে। সমগ্র ভারতবাসীকে জাগিরত করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ



সাধক রামপ্রসাদ বলেন, ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে।

হিন্দু ধর্ম-দর্শন এবং কালীপুজো

ডক্টর সুদীপ চন্দ্র হালদার

ঈশ্বর সর্বব্যাপক, বলা হয়ে থাকে অনন্ত চৈতন্যময় ঈশ্বর। অনন্ত চৈতন্যময় ঈশ্বরের ব্যাপকতা অচিন্তনীয়। তবু সীমাবদ্ধ চেতনা দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা অনাদিকাল হতেই চলছে, হয়তো চলতেই থাকবে। ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝার এই চেষ্টার মধ্যে এক ধরনের ইতিবাচক প্রশান্তি ও গভীর আনন্দ আছে। অনন্ত চৈতন্যময় ঈশ্বরের স্বরূপ একেকজনের নিকট এক-এক রকম। আবার, অনুসন্ধানী ব্যক্তির জ্ঞান অনুযায়ী তিনি ঈশ্বরকে করে দেন সীমাবদ্ধ। ধরুন, চার জন অন্ধ মানুষকে একটি বিশাল হাতির নিকট নিয়ে যাওয়া হল। এদের মধ্যে কেউ স্পর্শ করল হাতির শূড়, কেউ হাতির কান, অন্য জন হাতির পেট, সর্বশেষ ব্যক্তি হাতির পা স্পর্শ করল। এরপর, তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হল হাতির আকৃতির ব্যাপারে। প্রথমজন উত্তর দিলেন হাতি সাপের মতো, দ্বিতীয়জন বললেন হাতি কুলোর মতো, তৃতীয়জন বললেন হাতি দেয়ালের মতো, চতুর্থজন বললেন হাতি ঘরের খুঁটি/খাম্বার মতো। এদের যার যার নিকট হাতির স্বরূপ যেমন মনে হয়েছে, তারা ঠিক তেমন বলেছেন। কেউ কি অসত্য বলেছেন- না; আবার তাদের উপলব্ধি কি হাতির স্বরূপ সম্পর্কে নিত্য সত্য,সেটাও না। হাতির শূড় সাপের মতো সেটা আংশিক সত্য, হাতির কান কুলোর মতো সেটাও আংশিক সত্য, তদ্রুপ হাতির পেট দেয়ালের মতো, পা খুঁটি বা খাম্বার মতো এসব কিয়দাংশে সত্য। তবুও হাতির পূর্ণ স্বরূপ এই উপলব্ধিজাত বোধ হতে অনেকাংশেই দূরতম বটে, তা বলাইবাহুল্য!

আবার, অনন্ত চৈতন্যময় ঈশ্বরের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে গিয়ে উদ্ভুত বোধ হতেই মানুষ ঈশ্বরকে নিজের সীমারেখায় সীমাবদ্ধ করে ফেলেন। ব্যক্তি বিশেষ-এর উপলব্ধিজাত জ্ঞানের সাথে তার মানসপটে আঁকা ঈশ্বর সম্পর্কে এই নির্দিষ্ট সীমারেখা আনুপাতিক। যেমন, একজন তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন তিন হতে পাঁচ বিয়োগ করলে ফলাফল কত হবে, তবে ওই শিক্ষার্থী প্রশ্নকর্তাকে অঙ্কের জ্ঞান শূন্য একজন বোকা মানুষ ভেবে হাসি-তামাশা করতে পারেন। কারন, তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে ওর মাস্টার মশাই শিখিয়েছেন শুধুমাত্র বড় সংখ্যা হতে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করা যায়, ছোট সংখ্যা হতে বড় সংখ্যা নয়। তাই, শিশুটির উপলব্ধিজাত জ্ঞান অনুযায়ী প্রশ্নকর্তা একজন অজ্ঞানী বোকা সোঁকা মানুষ বলেই প্রতীয়মান। কিন্তু, একই প্রশ্ন যদি সপ্তম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে সে সাবলীলভাবে উত্তর দেবে মাইনাস দুই (-২)। এভাবেই উপলব্ধিজাত জ্ঞান অনুযায়ী মানুষ ঈশ্বরকে নিজস্ব সীমারেখায় সীমাবদ্ধ করে ফেলেন।

তাহলে, মানব মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে-ঈশ্বর কেমন? বোধকরি, সরলতম উত্তর - ঈশ্বর নরম কাদামাটির মতো! মানুষ ভক্তি-বিশ্বাসে তাঁকে বিভিন্ন



রূপে, নানা আকার, আকৃতিতে সাকাররূপে উপাসনা করছেন। ভক্তিরসের কল্পনায় তৈরি হয়েছে নানা প্রতিমা-বিগ্রহ। বৃহত্তর ভাবনায় জগতের প্রত্যেক প্রতিমা-বিগ্রহে ঈশ্বরসত্ত্বা বিদ্যমান। তদ্রুপভাবে, অনন্ত চৈতন্যময় ঈশ্বর নরম কাদামাটির মতোই নিরাকার; শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি আকার-আকৃতিতে তাঁকে সীমাবদ্ধ করলেই অনন্ত চৈতন্যময় ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হয়, সীমারেখা টেনে দেওয়া হয় তাঁর সর্বব্যাপকতায়, এটাও নিত্য সত্য।

সত্য, সুন্দর শাশ্বত সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ, সমস্ত শাস্ত্রের চূড়ামণি, পরম পবিত্র বেদে উল্লেখ রয়েছে- 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।।'ঋক বেদ,১/১৬৪/৪৬। পরমসত্য, পরব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণ, পণ্ডিত ও জ্ঞানীগণ সেই এক ঈশ্বরকেই ইন্দ্র, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করেন।

পরম পবিত্র বেদে আরো উল্লেখ রয়েছে, 'সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচো ভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।" ঋকবেদ, ১০/১১৪/৫। পরমাত্মা বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানী কবি ও ঋষিগণ নিজ নিজ স্তুতি বাক্যের মাধ্যমে তাঁকে বহুরূপে বা বহুনামে কল্পনা ও বর্ণনা করেন।

বাস্তবিকভাবে, বিশ্ব প্রপঞ্চে যা কিছু বিদ্যমান, কোন কিছুই ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন নয়, অর্থাৎ অভিন্ন। তবু, তিনি স্রষ্টা, আমরা তাঁর সৃষ্টি- এই নিত্য সত্য ভিত্তিক বিশ্বাসে মানুষ তাঁর উপাসনা করে। স্রষ্টা যিনি, তিনি তো মাতৃস্বরূপা-ভক্তিরসের এই বিশ্বাস বোধকরি মধুরতম, পবিত্রতম। বাৎসল্য ভালোবাসায় মা'কে যেভাবে সন্তান ডাকে, সার্বিক আশ্রয়-আলয় মনে করে, এরূপ সরলতমভাবে ঈশ্বর-উপাসনা অনন্য সুন্দর।

পরম পবিত্র ঋক বেদের দশম(১০) মণ্ডল, দশম(১০) অনুবাক, একশত পঁচিশতম (১২৫) সূক্তের প্রথম মন্ত্রে (দেবীসূক্ত) পরব্রহ্ম উচ্চারণ করেছেন- 'ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসু ভিশ্চরাম্যহ-মাদিত্যৈরুত বিশ্ব দেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ- মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বি নোভা।।' আমিই একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণের রূপে বিচরণ করি। মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ করি, সুরক্ষা প্রদান করি এবং অভিন্ন। সুধাসমুদ্রের মনিদ্বীপে স্থিত পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম ভুবনেশ্বরী জগন্মাতা সৃষ্টির প্রতিটি স্পন্দন, প্রাণ ও চেতনার উৎস। সৃষ্টির আদিতে তিনি নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি করলেন কিংবা অন্যভাবে বলা যায় স্ব-ইচ্ছায় ধারণ করলেন আদি পরাশক্তি মাতা কুষ্মাণ্ডা রূপ। আদিম সৃষ্টিকর্তা মাতা কুষ্মাণ্ডা, মৃদু হাসির ঐশ্বরিক তেজে সৃষ্টি করলেন এক মহাজাগতিক ভিস্ব। এই মহাজাগতিক ভিস্ব বা সৃষ্টিজগত পরিচালনার জন্য নিজ চক্ষু হতে তিন মহাশক্তিকে প্রকট করেন কিংবা বিপরীতে এভাবেও বলা যায়-মাতা কুষ্মাণ্ডা নিজেই নিজেকে বিভাষিতা করলেন তিন মহাশক্তিতে। কুষ্মাণ্ডার বাম চক্ষু হতে মহাকালী, ডান চক্ষু হতে মহাসরস্বতী এবং তৃতীয় চক্ষু হতে মহালক্ষ্মী প্রকটিত হন। পরবর্তীতে এই তিন মহাশক্তি হতেই ত্রিদেব-গৌণ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, গৌণ পালনকর্তা বিষ্ণু এবং গৌণ সংহারকর্তা সংহারী রুদ্রের আবির্ভাব ঘটে এবং সৃষ্টির কার্যধারা এগিয়ে চলে।। আমাদের নিত্য পাঠ্য ধর্মগ্রন্থ শ্রীচণ্ডীর প্রতি দৃষ্টি নির্বদ্ধ করলে দেখা যায় মহাকালী চণ্ডীর প্রধান তিনটি ভাগের 'প্রথম চরিত্র'-এর প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

কল্পান্তে, অর্থাৎ প্রলয়কালে বিষ্ণু যখন যোগমায়ার ইচ্ছায় যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখন মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যের সৃষ্টি হয়। দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মাকে হত্যার জন্য উদ্যত হলে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে যোগনিদ্রায় মগ্ন রাখা যোগমায়ারূপ পরমেশ্বরী মহাকালীর স্তব শুরু করেন। 'ব্রহ্মা উবাচ পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী। বচ্চ কিঞ্চিৎ কবচিদবস্তু সদসদ বাখিলাত্মিকে।। তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া। যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা ত্তি যো জগৎ।।' প্রথম অধ্যায়, শ্লোক-৮২,৮৩। 'হে বিশ্বরূপিণি, হে পরব্রহ্মের মহাশক্তি, যে কোনও স্থানে যাহা কিছু চেতন বা জড় বস্তু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে সেই সকলের যে শক্তি, তাহা আপনিই। সুতরাং, আপনার স্তব কীরূপে করিব? বিশ্বপ্রপঞ্চে আপনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, তখন আপনার স্তব কীরূপে সম্ভব?' অতপর, ব্রহ্মার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে পরমেশ্বরী মহাকালী বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা হতে জাগ্রত করলেন এবং বিষ্ণু, মধু ও কৈটভকে হত্যা করলেন।

চণ্ডীর 'উত্তম চরিত্র'-এ আমরা মহাকালীর অন্য দুটি ভয়ংকর রণরূপ দেখতে পাই, যেখানে তিনি দেবী চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরবিনাশিনী চামুণ্ডা এবং রক্তবীজকে প্রসারিত জিহবা দিয়ে সমস্ত রক্ত শুষে নিপাতকারী কালী। ঋষি অরবিন্দের মতে-কালী ভয়ংকরী নন, বরং পরম করুণাময়ী। কালীর এই ভয়ংকর রূপ কেবলমাত্র অসত্য, অহংকার ও অন্ধকার নাশের জন্য। তবে তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন-ঈশ্বরতত্ত্বের কালী আরাধনা কোন ভীরু মানুষের জন্য নয়। সত্য, সুন্দর, শাশ্বত সনাতন হিন্দু ধর্মে সাকার পদ্ধতিতে ঈশ্বর উপাসনায় পঞ্চমত উল্লেখিত। তবে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই পঞ্চমত হয়ে গিয়েছে অসংখ্য মত! তাই হিন্দু ধর্মের অনেক বোদ্ধা ব্যক্তিগণ বিভিন্ন পৌরাণিক স্মৃতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় তথ্য-উপাত্ত, শ্লোক ইত্যাদি দিয়ে সাকার উপাসনার বিভিন্ন মত বিশেষ ভাবে পঞ্চমতের মধ্যে গ্রহণযোগ্য একটি সমন্বয় করার প্রচেষ্টা করে চলেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত ইতিবাচক, প্রচেষ্টা অত্যন্ত গঠনমূলক, তবে এরূপ কাজের স্থিতি প্রায় শুন্য; ঠিক বালির বাধের মতোই।

হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রীয় দর্শন সুবিশাল। সাধারণ আমজনতা, নিতান্ত সাধাসিধে একজন গৃহস্থ-গৃহিণীর নিকট ধর্মীয় দর্শন সঠিক এবং সহজভাবে উপস্থাপনের দায়িত্ব আমাদের। শুধুমাত্র পৌরাণিক স্মৃতিশাস্ত্রের তথ্য বিবরণীতে সাকার উপাসনার পঞ্চমতকে সমন্বয় করতে গেলে 'হযবরল' পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে বৈকি, কিন্তু প্রকৃত সমন্বয় হবে না, তাসের ঘরের মতো বিফল হবে সেই কর্মপ্রচেষ্টা। হিন্দুধর্মীয় যেকোন শাস্ত্রীয় ব্যখ্যা হবে অতি আবশ্যিক ভাবে শ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে-'শ্রুতিস্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে সদা কার্যং স্মার্তং বৈদিকবৎ সদা।' অর্থাৎ, শ্রুতি(বেদ) ও অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও, কখনও বিরোধ দেখা দিলে শ্রুতিই চূড়ান্ত বলে মান্য হবে। আর, যদি কোন বিরোধ না থাকে, তবে বেদবাক্যের মতোই অন্যান্য শাস্ত্রীয় অনুশাসন পালনীয়।

বিশ্বের একশো ত্রিশ(১৩০) কোটি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতি গত একটি সুসমন্বয়ের মতো মহৎ উদ্দেশ্যেও অশাস্ত্রীয় কিংবা তালগোল পাকানো, হযবরল ধর্মীয় ব্যখ্যা একদম অনুচিত। তাহলে, উদার এই ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে নিতান্ত কিছু জাতি গত স্বার্থের প্রশ্নে একই ছাতার নিচে আনতে আমাদের করণীয় কী? হ্যা, করণীয় নিশ্চয়ই রয়েছে। তিনটি মৌলিক বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে কার্যধারা এগিয়ে গেলে নিশ্চয়ই দীর্ঘমেয়াদী ফল লাভ সম্ভব। আমাদের প্রয়োজন এই তিনটি মৌলিক আদর্শের সমন্বয়-১. উপাসনা পদ্ধতির তফাৎ সংক্রান্ত আদর্শে, ২. বর্ণভেদ নিয়ে তফাৎ সংক্রান্ত আদর্শে এবং ৩. ভাষা গত তফাৎ সংক্রান্ত আদর্শে।

অর্থাৎ, আপনি নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক বা সাকার উপাসক; কিংবা, সাকার উপাসনার যেকোন মতাবলম্বী, সর্বোপরি আপনি হিন্দু। অন্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী একজন ব্যক্তি আর আপনার জাতিগত স্বার্থ এক ও অভিন্ন। আপনি জন্মসূত্রে বর্ণভেদ প্রথা মানেন না বা মানেন, আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শুদ্র; সর্বোপরি, আপনি বর্ণভেদ প্রথা মানলেও হিন্দু, আর না মানলেও হিন্দু, আপনি (তথাকথিত) ব্রাহ্মণ হলেও হিন্দু, আর (তথাকথিত) শুদ্র হলেও হিন্দু। হিন্দু হিসেবে আপনাদের পরস্পরের জাতিগত স্বার্থ এক এবং অভিন্ন। আপনি বাংলা ভাষী, আপনি হিন্দি ভাষী, আপনি গুজরাটি ভাষী ইত্যাদি। কিন্তু, সর্বোপরি আপনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ভাষাগত তফাৎ থাকলেও হিন্দুধর্মী হিসেবে জাতি গত স্বার্থে আপনারা পরস্পর এক ও অভিন্ন সত্ত্বা। এবার, এই তিনটি মৌলিক আদর্শের সমন্বয়ের দায়িত্ব ভারকে গ্রহণ করবেন? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কর্তব্যগ্রহণ' কবিতায় বলেছেন- 'কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি-শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি। মাটির প্রদীপ ছিল; সে কহিল, স্বামী, আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।।' তাই, আত্মপ্রত্যয়ী পাঠক-পাঠিকা মাত্রই এই কর্তব্যভার গ্রহণের সুযোগ্য অধিকারী।

দীপাবলির কালীপুজো হোক বিশ্বপ্রপঞ্চের সকল মানুষ, পশু-পাখি তথা সকল সৃষ্টিকুলের জন্য কল্যাণময়। গঠনমূলক আনন্দের বারতা নিয়ে আসুক কালীপুজো।(লেখক- ডক্টর সুদীপ চন্দ্র হালদার একজন কবি এবং দার্শনিক)

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল

আমি মহেন্দ্র র ঔষধ খেয়ে ভালো আছি, সাহেব দের ঔষধ খাবো না - স্বয়ং ঠাকুর এর উক্তি, কারণ ঠাকুর ডা মহেন্দ্র লাল সরকারের কাছে হোমিওপ্যাথি ঔষধ খেতেন। ২ রা নভেম্বর নীরবেই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্মদিন পালিত হয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাতে এই মানুষটি ই ছিলেন একাধারে ডাক্তার অপরদিকে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রচারক। তাঁর ছিল অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তা। ডাক্তার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করার করার সাথে সাথে তিনি ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন যে ভারতবর্ষে এমন একটি প্রতিষ্ঠান দরকার যেখানে চলবে নিরন্তর বিজ্ঞান গবেষণা। ডাক্তার সরকার অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। পরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হলেন।

২০০ বছরের অধিক প্রাচীন স্বপ্নাদেশে আবির্ভাব শোভাবাজারের মা পুঁচে কালীর অজানা ইতিহাস

সৈকত দাস

কলকাতার উত্তর প্রান্তের শোভাবাজার। ব্যস্ত রাস্তা, যান বাহনের কোলাহল আর পুরনো কলকাতার বনেদিয়ানা; সবকিছুর মাঝেই স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ঐতিহাসিক মন্দির। ২৮ নং শোভাবাজার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৫ এর মন্দির অবস্থিত বহু অজানা ইতিহাসের সাক্ষী । দেবীর প্রকৃত পরিচয় শ্রীশ্রী পুঁটে কালী । প্রায় দুই শতকের ঐতিহ্য, সাধন-ভজন এবং নানা জনশ্রুতিকে বুকে নিয়ে আজও পূজিত হয়ে আসছেন মা পুঁটে কালী। কালীপুজোর সময় এই মন্দিরকে ঘিরে ভক্তদের বিশেষ সমাগম হয়।

মন্দিরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সাধক অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তীর নাম। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, তিনি ছিলেন এক নিষ্ঠাবান সাধক। পরবর্তী কালে সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী এই মন্দিরের পূজার কাজে নিয়োজিত হন। উত্তর কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে নির্জন পরিবেশে সাধনা করতেন তিনি। কথিত আছে, এক রাতে দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন। স্বপ্নে তিনি জানতে পারেন, শোভাবাজার রাজবাড়ির পুকুরে মায়ের একটি বিগ্রহ রয়েছে। সেই নির্দেশ পাওয়ার পর সাধক রাজবাড়ির পুকুরে গিয়ে বিগ্রহের সন্ধান করেন। কয়েকবার ডুব দেওয়ার পর তিনি একটি ছোট্ট কালীমূর্তি উদ্ধার করেন। পরবর্তী কালে সেই বিগ্রহই নিজের সাধনাস্থলে প্রতিষ্ঠা করে শুরু করেন দেবীর আরাধনা।

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, মায়ের বিগ্রহটি ছিল অত্যন্ত ছোট। কয়েক ইঞ্চি উচ্চতার সেই কষ্টিপাথরের মূর্তিকে কেন্দ্র করেই দেবীর নামের সঙ্গে 'পুঁটিয়া' বা 'পুঁটে' শব্দটি জড়িয়ে যায়। ছোট আকৃতির দেবী হলেও ভক্তদের বিশ্বাসে তাঁর মাহাত্ম্য অপরিসীম। মা পুঁটে কালীর নামকরণ নিয়ে আরও একটি আকর্ষণীয় লোককাহিনি প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে, একসময় কয়েকজন সন্ন্যাসী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বসে সাধনা ও পূজার্চনা করছিলেন। সেই সময় গঙ্গার দিক থেকে একটি পুঁটি মাছ লাফিয়ে এসে তাঁদের সাধনাস্থলে উপস্থিত হয়। এই অদ্ভুত ঘটনাকে দেবীর ইচ্ছা বা অলৌকিক ইঙ্গিত হিসেবে মনে করেন সাধকেরা। এরপর থেকেই দেবীর নাম হয় পুঁটি কালী,



যা পরবর্তীকালে লোকমুখে পুঁটে কালী নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে এই মাছের কাহিনি মূলত লোকমুখে প্রচলিত জনশ্রুতি। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও বিগ্রহ উদ্ধ

বদলাল বামাকালীর নাচের চেনা ছবি! প্রশাসনের তৎপরতায় সম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বিসর্জন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১০ নভেম্বর ঃ নদীয়ার শান্তিপুরের কালীপুজোর অন্যতম আকর্ষণ ঐতিহ্যবাহী বামাকালী। বছরের পর বছর ধরে বামাকালীর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় এক অনন্য আবহ। শান্তিপুরের বামাকালী পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আবাহন থেকে বিসর্জন, কোথাও বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করা হয় না। বামাকালীর বিসর্জন শোভাযাত্রা দেখতে প্রতি বছর মানুষের ঢল নামে। বিসর্জনের আগে ভক্তদের কাঁধে তুলে দেবীকে নাচানোর দৃশ্য দেখতে শুধু শান্তিপুর নয়, আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকেও হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। অনেকের কাছেই এই দৃশ্য শান্তিপুরের কালীপুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। তবে এ'বছর সেই চেনা ছবিতে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেল। প্রতি বছরের মতো এ'বছরও বিসর্জনের আগে ভক্তদের কাঁধে তুলে বামাকালীর নাচের আয়োজন করা হয়। কিন্তু এ'বছর এই নৃত্য প্রদর্শনীর স্থান পরিবর্তন করা হয়। আর স্থান পরিবর্তনের জেরেই আগের বছরগুলির পরিচিত পরিবেশ ও আয়োজনের সঙ্গে এবারের অনুষ্ঠানের কিছুটা পার্থক্য চোখে পড়ে বলে দাবি একাধিক দর্শনার্থীর। তাদের একাংশের মতে, গত কয়েক বছর ধরে যেভাবে বামাকালীর নৃত্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল, এবছর সেভাবে তা উপভোগ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বলেও সূত্রের খবর। বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড় সামলানো এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে যথেষ্ট তৎপর ছিল পুলিশ প্রশাসন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। ফলে কিছুক্ষণের জন্য নানা অসুবিধা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের তৎপরতায় সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয় বামাকালীর নৃত্য প্রদর্শনী।

ট্রাস্টি বোর্ডের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ ভক্তদের

ঐতিহ্যে ছেদ, বর্ধমানের কঙ্কালেশ্বরী কালীমন্দিরে বন্ধ অন্নকূট উৎসব!

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ নভেম্বর ঃ বর্ধমানের কাঞ্চননগরের ঐতিহাসিক কঙ্কালেশ্বরী কালীমন্দিরে এবার বন্ধ থাকল দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী অন্নকূট উৎসব। প্রতি বছর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে মন্দিরে ভক্তদের ভিড় জমলেও এ বছর তার আয়োজন না হওয়ায় হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে বহু পুণ্যার্থীকে। মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের অব্যবস্থাপনা এবং আয়োজনের ঘাটতির কারণেই এবার উৎসব করা সম্ভব হয়নি বলে মন্দির সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও ভক্তদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন এই মন্দির বর্ধমানের অন্যতম ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থান। মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ প্রায় ছয় ফুট উচ্চতার অষ্টভুজা কঙ্কালসার চামুণ্ডা দেবীর মূর্তি। কালো কষ্টিপাথরে নির্মিত এই প্রাচীন দেবীমূর্তির ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্বও যথেষ্ট। কথিত রয়েছে, ১৯১৬ সালে দামোদর নদের ভয়াবহ বন্যার সময় নদীগর্ভ থেকে উদ্ধার হয়েছিল এই দেবীমূর্তি। পরবর্তীকালে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শুরু হয় দেবীর নিয়মিত পুজো-অর্চনা। সারা বছরই এই মন্দিরে ভক্তদের আনাগোনা থাকলেও কালীপুজো ও অন্নকূট উৎসবের সময় বিশেষ ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বহু দূরদূরান্ত থেকে মানুষ দেবীদর্শন ও অন্নকূট উৎসবে অংশ নিতে আসেন। ফলে বছরের পর বছর ধরে চলে আসা এই উৎসব স্থানীয় ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যেরও অংশ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এবার সেই ঐতিহ্যেই ছেদ পড়ায় উঠছে নানা প্রশ্ন। ভক্তদের একাংশের অভিযোগ, একটি ঐতিহাসিক মন্দিরের দীর্ঘদিনের উৎসব এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, যথাযথ উদ্যোগ ও পরিকল্পনা থাকলে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতো না। এখন ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একটাই প্রশ্ন, ঐতিহাসিক এই মন্দিরের ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব যাঁদের হাতে, তাঁরা কি আগামী দিনে উৎসবের ধারাবাহিকতা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন? নাকি অব্যবস্থাপনার কারণে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে বর্ধমানের এই প্রাচীন মন্দিরের ঐতিহ্য?



বোল্লা মেলা ও ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে নজরদারিতে চালু ট্র্যাফিক গার্ড অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১০ নভেম্বর ঃ বোল্লা মেলা এবং সংলগ্ন ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন উদ্যোগ নিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ। বোল্লায় জাতীয়



সড়কের পাশে চালু করা হল নবনির্মিত ট্র্যাফিক গার্ড অফিস। অফিসটির উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বোল্লা মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীর সমাগম হয়। মেলা চলাকালীন ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে যানবাহনের চাপ বাড়ে। একই সঙ্গে মেলায় আসা মানুষের যাতায়াতের কারণে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। এই পরিস্থিতিতে যানজট ও পথ দুর্ঘটনার আশঙ্কা মোকাবিলায় নতুন ট্র্যাফিক গার্ড অফিস চালু করা হল। অফিসটি থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স অঙ্কুর সিংহ রায় কুমারগঞ্জ থানার আইসি আশিস কুণ্ডু পতিরাম থানার ওসি প্রীতম কুমার সিং-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক। অনুষ্ঠানে সুকান্ত মজুমদার বলেন, গত বছর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পথ দুর্ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে সরকার এবং পুলিশ প্রশাসন কাজ করছে। এদিন অনুষ্ঠানে সামাজিক কর্মসূচিও পালিত হয়। মন্ত্রী ও বিধায়ক দু ঃস্থদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন। পাশাপাশি নবনিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের লাড্ডু খাওয়ান মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের কাছে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর ঃ নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের কাছ থেকে উদ্ধার হলো দেড়শো রাউন্ড তাজা কার্তুজ। বিপুল পরিমাণে কার্তুজ উদ্ধার হওয়ায় পুরো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গলবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে নিতাই শীল নামে এক ব্যক্তি নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে ফুলেশ্বরীর ইন্ডিয়ান অয়েল ডিপোর কাছে একটি বেওয়ারিশ ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন। সন্দেহ হওয়ায় তিনি ব্যাগটি খুলে দেখেন, ব্যাগের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে কার্তুজ রয়েছে। তিনি এনজেপি থানাকে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাগটি বাজেয়াপ্ত করে। কার্তুজগুলি উদ্ধার করা হয়। বিপুল পরিমাণে কার্তুজ উদ্ধার হওয়ায় এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। তিনি বলেছেন, পুরো বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে কথা বলবেন। এর পেছনে কোনও চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ।

ভাইফোঁটার আগে মাখা সন্দেশের দামে সর্বকালীন রেকর্ড! ৫০০ টাকা কেজি, তবুও আড়াইশো রকমের মিষ্টির পসরা সাজিয়ে চমক ব্যবসায়ীর

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১০ নভেম্বর ঃ রাত পোহালেই ভাইফোঁটা। ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে মিষ্টিমুখ করানোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বোনেরা। আর সেই উৎসবের আবহেই কালনায় দাম বাড়ল বিখ্যাত মাখা সন্দেশের। ভাইফোঁটার আগে কেজিপ্রতি মাখা সন্দেশের দাম পৌঁছাল ৫০০ টাকায়, যা সর্বকালীন রেকর্ড বলে দাবি মিষ্টি ব্যবসায়ীদের। শুধু মাখা সন্দেশই নয়, ছানার দামও



কেজিপ্রতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১০ টাকা। পাশাপাশি বেড়েছে চিনির দামও। গুণগত মান বজায় রেখে মিষ্টি তৈরি করতে গিয়ে বাধ্য হয়েই দাম বাড়াতে হয়েছে বলে দাবি বিক্রেতাদের। তবে মিষ্টির দাম বাড়লেও ভাইফোঁটার বাজারে কোনও খামতি রাখতে চান না মিষ্টিপ্রেমীরা। আর এই উৎসবকে আরও মিষ্টিমুখর করে তুলতে কালনার বারুইপাড়া এলাকার মিষ্টি ব্যবসায়ী অভিজিত মোদক সাজিয়ে তুলেছেন প্রায় আড়াইশো রকমের হরেক স্বাদের মিষ্টির পসরা। কেশর কালাকাঁদ, বেক কালাকাঁদ, রোজ তালশাঁস, ম্যাঙ্গো তালশাঁস, বাটারস্কচ সন্দেশ, পাইনঅ্যাপেল সন্দেশ, মুগের নাড়ু, মুগের বরফি-সহ চোখ ধাঁধানো নানা ধরনের মিষ্টি রয়েছে তাঁর দোকানে। দাম শুরু মাত্র ১২ টাকা থেকে, সর্বোচ্চ ১২০ টাকা পর্যন্ত। ফলে সাধ্যের মধ্যে পছন্দের মিষ্টি বেছে নেওয়ার সুযোগও রয়েছে ক্রেতাদের সামনে। মিষ্টি ব্যবসায়ী অভিজিত মোদক জানান, গত বছর ১০ টাকা থেকে সন্দেশের দাম শুরু হয়েছিল। কিন্তু এবছর ছানার দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই ১২ টাকা থেকে দাম শুরু করতে হয়েছে। ভাইফোঁটাকে কেন্দ্র করে ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে দিনরাত এক করে কাজ করছেন দোকানের কর্মচারীরাও। তাঁদের এখন নাওয়া-খাওয়ারও সময় নেই। অন্যদিকে, শুধু স্থানীয় ক্রেতারাই নন, দূরদূরান্ত থেকেও মিষ্টি কিনতে আসছেন অনেকে। দমদম থেকে কালনায় মিষ্টি কিনতে আসা এক ক্রেতার কথায়, তাঁদের এলাকার তুলনায় কালনায় মিষ্টির দাম অনেকটাই কম। পাশাপাশি মিষ্টির গুণগত মানও অত্যন্ত ভালো। তাই এখান থেকেই মিষ্টি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সব মিলিয়ে ভাইফোঁটার আগে জমজমাট কালনার মিষ্টির বাজার। দাম নিয়ে যতই আলোচনা থাকুক, ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়ার পর নিজের হাতে মিষ্টি তুলে দেওয়ার আনন্দই যেন সব হিসেবকে হার মানাচ্ছে। আর সেই আনন্দকে আরও মিষ্টিময় করে তুলতেই কালনার মিষ্টির দোকানে এখন শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা।

ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে ছাত্রীদের সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১০ নভেম্বর ঃ বৈদ্যুতিন বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ও সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে সম্প্রতি বালুরঘাটের নদীপার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সর্বশিক্ষা মিশনের এসএসএম নির্দেশে বিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় ৭২ জন ছাত্রী ও কয়েকজন শিক্ষিকা অংশ নেন। কর্মসূচিতে সচেতনতামূলক সেমিনার ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কুহেলী মণ্ডল ঘোষ এবং বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা সোমা সাহা ই-বর্জ্যের ধরন পরিবেশের উপরে তার প্রভাব এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। পুরনো মোবাইল ফোন চার্জার কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ও বাতিল ব্যাটারির মতো বৈদ্যুতিন সামগ্রী সাধারণ আবর্জনার সঙ্গে ফেলা কিংবা খোলা জায়গায় পোড়ানোর ফলে মাটি- জল ও বায়ু দূষিত হওয়ার আশঙ্কার কথা তুলে ধরা হয়। অনিরাপদ উপায়ে ই-বর্জ্য ভাঙা ও প্রক্রিয়াকরণের সময় ক্ষতিকর পদার্থের সংস্পর্শে এলে মানুষের স্বাস্থ্যের উপরেও বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে জানানো হয়। ছাত্রীদের ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে প্রাঙ্গণে ই-বর্জ্য সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ বাক্স বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে জমা পড়া বাতিল বৈদ্যুতিন সামগ্রী অনুমোদিত পুনর্ব্যবহারকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। সেমিনারের পরে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে ই-বর্জ্য বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। কোন সামগ্রী ই-বর্জ্যের অন্তর্ভুক্ত তার ক্ষতিকর প্রভাব কী এবং কীভাবে তা সঠিক উপায়ে নিষ্পত্তি করা যায় সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রধান শিক্ষিকা কুহেলী মণ্ডল ঘোষ বলেন, সর্বশিক্ষা মিশনের এই উদ্যোগ সময়োপযোগী। বর্তমান প্রজন্মের দৈনন্দিন জীবনে বৈদ্যুতিন যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে। তাই এখন থেকেই ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক ও তার সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ছাত্রীরা নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও সচেতন করবে বলে আমরা আশা করছি। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন। উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গেছে, জেলায় পর্যায়ক্রমে অন্যান্য উচ্চ বিদ্যালয়েও এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ওএফসি এবং কোয়ার্ড কেবল সুরক্ষার জন্য এসএন্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার নং.ঃ SNT-17-LMG-2026-27-RT, তারিখঃ 06-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও স্থানঃ** লামডিং ডিভিশনের সিনি. ডিইএন/II -এর অধিক্ষেত্রে অধীনে পাঁচগ্রাম-শালচাপরা সেকশনে অতিরিক্ত জলপথ কাজের সাথে সম্পর্কিত তথা কাটাখাল জংশন-ভৈরবী সেকশনে বাঁধ সুরক্ষা কাজ ও অন্যান্য বিবিধ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত ওএফসি ও কোয়ার্ড ক্যাবল সুরক্ষার জন্য এসঅ্যান্ডটি কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,০৪,৪১,৪৪৪.০৮ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ২,০৮,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৭-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৭-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ক্যাটারিংয়ের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে উনুনের আঁচে রান্না, ফিকে হচ্ছে গ্রামবাংলার চেনা স্বাদ

রতন দে, বালুরঘাট, ১০ নভেম্বর ঃ বিয়ে বাড়ি হোক কিংবা অন্নপ্রাশন পৈতে বা পারিবারিক ভোজ- একসময় এমন অনুষ্ঠান মানেই ছিল বাড়ির উঠোনে বিশাল আয়োজন। বাঁশের মাচা মাটির উনুন জ্বালানি কাঠ আর বড় বড় হাঁড়িতে চলত রান্নার তোড়জোড়। পাড়া-প্রতিবেশী থেকে আত্মীয়স্বজন সকলেই কোনও না কোনও কাজে হাত লাগাতেন। কোথাও সবজি কাটা, কোথাও মশলা বাটা, আবার কোথাও উনুনের সামনে বসে রান্নার তদারকি। রান্নার সেই ব্যস্ততার মধ্যেই তৈরি হত এক অন্যরকম সামাজিক বন্ধন। সময়ের সঙ্গে সেই ছবি বদলেছে। বিশ্বায়ন ও আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে দক্ষিণ দিনাজপুরের শহর থেকে মফস্বল এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অনুষ্ঠানেও এখন ক্যাটারিংয়ের প্রাধান্য বাড়ছে। বদলে যাচ্ছে খাবারের মেনু হারিয়ে যাচ্ছে পরিচিত কিছু ঘরোয়া পদ। একসময় গ্রামবাংলার বিয়েবাড়ির পাত মানেই শুধু মাছ-মাংস পোলাও কিংবা মিষ্টি ছিল না। বরং খাবারের শুরুতেই থাকত তেতো বা শুক্তো। মাসকলাইয়ের বড়ি দিয়ে রান্না শুক্তোর সঙ্গে কখনও মিশত বিভিন্ন মরশুমি সবজি। পাঁচ রকমের সবজি দিয়ে তৈরি হত পাঁচমিশালি ছ্যাঁচড়া। থাকত পাতলা মুগ ডাল কিংবা মুসুরির ডাল আলু-পটলের তরকারি, মোচার ঘণ্ট , এঁচোড়ের ডালনা। মরশুম অনুযায়ী কখনও সজনে ডাঁটা কখনও কুমড়ো পুঁইশাক কিংবা অন্যান্য দেশি আনাজও জায়গা পেত খাবারের পাতে। মাছের ঝোলেও থাকত ঘরোয়া স্বাদের পরিচিত ছোঁয়া। এই রান্নার বিশেষত্ব ছিল উপকরণের বাহুল্যে নয় বরং সাধারণ উপকরণকে যত্ন করে ব্যবহার করার মধ্যে। বাড়ির তৈরি বড়ি শিলনোড়ায় বাটা মশলা সর্ষের তেল এবং মরশুমি আনাজের মেলবন্ধনে তৈরি হত সেই স্বাদ। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের প্রবীণ মহিলারাই রান্নার মূল দায়িত্ব সামলাতেন। তাঁদের হাতের রান্নার স্বাদ ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। এখন অবশ্য অনুষ্ঠান আয়োজনের ধরন অনেকটাই বদলেছে। সময়ের অভাব কর্মব্যস্ততা অতিথির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে ক্যাটারিংয়ের উপর নির্ভরতা বেড়েছে। নির্দিষ্ট মেনু পেশাদার রাঁধুনি পরিবেশনকর্মী- সব মিলিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা অনেক সহজ হয়েছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামের অনুষ্ঠানেও ক্যাটারিং সংস্থার উপস্থিতি বেড়েছে। খাবারের তালিকায় যুক্ত হয়েছে নানা ধরনের আধুনিক পদ। তবে সেই ভিড়ে অনেক সময় জায়গা পাচ্ছে না ঘরোয়া রান্নার পরিচিত পদগুলি। বয়স্কদের অনেকের স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল বিয়েবাড়ির সেই রান্নার দিনগুলি। তাঁদের মতে তখন শুধু খাওয়াদাওয়া নয় রান্নাকে ঘিরেও তৈরি হত উৎসবের পরিবেশ। প্রতিবেশীদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেওয়া একসঙ্গে বসে রান্না করা পরিবেশনের সময় একে অপরকে সাহায্য করা- সবটাই ছিল সামাজিক জীবনের অঙ্গ। এখন খাবার পরিবেশনের আয়োজন অনেক পেশাদার হলেও সেই সম্মিলিত উদ্যোগ অনেকটাই কমেছে। অবশ্য ক্যাটারিং ব্যবস্থার প্রসারকে একতরফা ভাবে নেতিবাচক বলা যায় না। সময়ের সঙ্গে মানুষের চাহিদা ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে বাংলার নিজস্ব খাদ্য ঐতিহ্যের পরিচিত পদগুলি যেন হারিয়ে না যায় সেই প্রশ্নও উঠছে। নতুন প্রজন্মের কাছে পাঁচমিশালি ছ্যাঁচড়া, বড়ি দিয়ে শুক্তো কিংবা মোচার ঘণ্টের স্বাদ পৌঁছে দেওয়া গেলে হয়তো পুরনো রান্নার পরম্পরা নতুন করে জায়গা করে নিতে পারে। ক্যাটারিংয়ের চাকচিক্যের পাশাপাশি কোনও অনুষ্ঠানের মেনুতে ফিরে আসুক না হয় এক-দু'টি ঘরোয়া পদ। তাতে শুধু পুরনো স্বাদ নয় ফিরে আসতে পারে গ্রামবাংলার রান্নাঘরের এক টুকরো স্মৃতিও।

প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের মুখে হাসি ফোটাল ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১০ নভেম্বর ঃ আলোর উৎসবের আনন্দ



শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার উদ্যোগ নিল দক্ষিণ দিনাজপুর ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন। বালুরঘাটের জলঘর সংলগ্ন এলাকায় সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হল বস্ত্র বিতরণ ও নারায়ণ সেবা কর্মসূচি। উৎসবের আবহে নতুন পোশাক খাবার ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে খুশি প্রত্যন্ত গ্রামের অর্ধশতাধিক অসহায় মানুষ। কর্মসূচিতে গ্রামীণ এলাকার ১০০ জনেরও বেশি দু ঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন উদ্যোক্তারা। পাশাপাশি তাঁদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক উপভোক্তার হাতে তুলে দেওয়া হয় আর্থিক সহায়তাও। উৎসবের দিনে এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন সংস্থার সদস্যরা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গরত্ন সম্মানপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস কুমার চক্রবর্তী যিনি চকলেট দাদু নামে পরিচিত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণয় কুমার সিংহ সম্পাদক অভিজিত দত্ত-সহ সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা। সংস্থার উদ্যোক্তাদের বক্তব্য উৎসবের প্রকৃত আনন্দ তখনই সার্থক হয়। যখন সেই আনন্দ সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সেই ভাবনা থেকেই দীপাবলিতে প্রত্যন্ত এলাকার অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগ। আগামী দিনেও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে এই ধরনের কর্মসূচি চালিয়ে যেতে চান তাঁরা।

লামডিং মণ্ডলে ষ্টেশন ভবনের মেরামত

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৬৪ অফ ২০২৬ (আইটেম নং. ১, ২ এবং ৩)। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **ক্রমিক সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/জাগীরোড অধিক্ষেত্রের অধীনে হোয়াইট ওয়াশিং/পেইন্টিং সহ ষ্টেশন ভবনের মেরামত, এফওবি, প্ল্যাটফর্ম ফেন্সিং, বাউণ্ড্যারি ওয়ালের পেইন্টিং, প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠভাগ, ষ্টেশনের প্রবেশ পথ, ষ্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় মেরামত, জল যোগান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৯৩,৭৭,১১০.১৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫,৮৭,৫০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/I/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে হোয়াইট ওয়াশিং/পেইন্টিং সহ ষ্টেশন ভবনের মেরামত, এফওবি, প্ল্যাটফর্ম ফেন্সিং, বাউণ্ড্যারি ওয়ালের পেইন্টিং, প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠভাগ, ষ্টেশনের প্রবেশ পথ, ষ্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় মেরামত, জল যোগান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৪৮,২৪,৬২৬.৪১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪,৯৬,৫০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৩। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে পানীখাইটি-লামডিং খণ্ডে সমগ্র মেইন লাইন এলসি গেটের প্রবেশ পথের মেরামত। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৪৫,৫৫,১৫৩.৯৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৯১,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০১-১২-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ০২-১২-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **০১-১২-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



'ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ক্যাম্পেইন ৫.০'-এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে ২৫ জন পেনশনভোগীর জন্য ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট তৈরি করা হয়েছে।

ntc industries limited

CIN : L70109WB1991PLC053562

Regd. Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700058

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সারাংশ

(টাকা লক্ষে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র		সমন্বিত	
	অর্ধবর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২৬ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২৬ নিরীক্ষিত	অর্ধবর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২৬ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২৬ নিরীক্ষিত
কার্যক্রম থেকে মোট আয় (নিট)	5980.26	11435.93	6722.14	12826.72
সময়কালের নিট লাভ/ক্ষতি (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ বিষয়ের পূর্বে)	1248.03	1950.32	1633.09	2,562.38
সময়কালের নিট লাভ/ক্ষতি (কর-পূর্ব, ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ বিষয়ের পরে)	953.03	1950.32	1338.09

দেশের খবর

দূষণের বিষাক্ত চাদরে ঢাকা উত্তর ভারত থেকে পাকিস্তান! নাসার উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়ল ভয়াবহ ধোঁয়াশার ছবি

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর ঃ শীতের শুরুতেই ভয়াবহ বায়ুদূষণের কবলে উত্তর ভারত। দিল্লি থেকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান- সর্বত্রই ক্রমশ ঘন হচ্ছে দূষণের বিষাক্ত আস্তরণ। পরিস্থিতি শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও ঢেকে গিয়েছে ধোঁয়া ও কুয়াশার ঘন চাদরে। এবার নাসার প্রকাশিত উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়ল ভারত-পাকিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই ভয়াবহ ধোঁয়াশার ছবি। মহাকাশ থেকে তোলা সেই ছবি সামনে আসতেই নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে পরিবেশবিদদের মধ্যে। প্রতি বছর শীতের মরশুমে বায়ুদূষণের কারণে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে উত্তর ভারতের জনজীবন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তার উপর দীপাবলিতে আতশবাজির ব্যবহার দূষণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে আশঙ্কা। বাতাসে জমে থাকা ধোঁয়া, ধুলো এবং ক্ষতিকর কণার কারণে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। নাসার উপগ্রহচিত্রে যে বিশাল ধোঁয়াশার আস্তরণ দেখা গিয়েছে, তা এই সমস্যার বিস্তৃতি সম্পর্কে নতুন করে ধারণা দিচ্ছে।

মডারেট রেজোলিউশন ইমেজিং স্পেকট্রোরেডিওমিটার এবং নাসার ফায়ার ইনফরমেশন ফর রিসোর্স ম্যানেজমেঃট সিস্টেম (ফ্লাঞ্জঞ্চ)-এর মাধ্যমে পাওয়া উপগ্রহচিত্রে ইঃদো-গাঙ্গেয় সমভূমির উপর ঘন ধূসর আস্তরণ দেখা গিয়েছে। ছবিতে পাকিস্তান থেকে শুরু করে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পেরিয়ে পূর্ব ভারতের দিকে ছড়িয়ে থাকা ধোঁয়াশার উপস্থিতি চোখে পড়েছে। বিশেষ করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ধোঁয়াশার ঘনত্ব স্পষ্ট। ছবির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, একদিকে বরফে ঢাকা হিমালয়ের পর্বতমালা, অন্যদিকে তার পাদদেশে বিস্তৃত সমভূমি জুড়ে দূষণের ধূসর চাদর। এই বৈপরীত্যই পরিবেশগত পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। উপগ্রহচিত্রে বেশ কিছু লাল চিহ্নও দেখা গিয়েছে। এগুলি উত্তর-পশ্চিম ভারতের কৃষি অঞ্চলে আগুনের উপস্থিতি বা সম্ভাব্য অগ্নিকাণ্ডের অবস্থান শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ফসল কাটার পর জমিতে পা.ে থাকা অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর ঘটনাও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শীতের মরশুমে এই ধরনের কৃষিজ আগুন থেকে বিপুল পরিমাণ ধোঁয়া ও সূক্ষ্ম দূষণকণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর ভারতের বায়ুদূষণের পিছনে শুধু একটি কারণ দায়ী নয়। ফসলের গোড়া ও অবশিষ্টাংশ পোড়ানো, যানবাহনের নির্গত ধোঁয়া, কলকারখানার দূষণ, নির্মাণকাজের ধুলো এবং বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বাতাসে ক্ষতিকর কণার পরিমাণ



বেড়ে যায়। এর সঙ্গে দীপাবলির আতশবাজির ধোঁয়া যুক্ত হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। শীতকালে বাতাসের গতিবেগ কমে যাওয়া এবং বায়ুমণ্ডলের বিশেষ পরিস্থিতির কারণে দূষণকণা সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ফলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি জমতে থাকে দূষিত বাতাস। তৈরি হয় ঘন ধোঁয়াশা। এই সমস্যা শুধু দিল্লির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভারত ও পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ ইঃদো-গাঙ্গেয় অঞ্চলে একই ধরনের আবহাওয়াগত পরিস্থিতি এবং দূষণের বিভিন্ন উসের প্রভাব পড়ে। ফলে সীমান্তের রাজনৈতিক বিভাজন দূষণের বিস্তারকে আটকাতে পারে না। দূষণের এই ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর। বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ এবং শ্বাসকষ্ট বা হৃদ্রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। বাতাসে থাকা সূক্ষ্ম দূষণকণা ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। এর ফলে কাশি, শ্বাসকষ্ট, চোখে জ্বালা, গলা ব্যথা এবং হাঁপানির সমস্যা বাড়তে পারে। দীর্ঘদিন দূষিত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার ফলে হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের উপরও বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে দূষণ নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কোথাও যানবাহনের চলাচলে বিধিনিষেধ, কোথাও নির্মাণকাজে নিয়ন্ত্রণ, আবার কোথাও জল ছেটানো ও স্মগ গান ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দূষণের উসগুলি একাধিক রাজ্য ও দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকায় শুধুমাত্র স্থানীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, দূষণ মোকাবিলায় প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, কৃষকদের বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান, শিল্প ও যানবাহনের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ এবং আন্ত ঃরাজ্য সমন্বয়। ভারত ও পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির ক্ষেত্রেও বায়ুদূষণ মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। নাসার উপগ্রহচিত্র ফের একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, বায়ুদূষণ কোনও রাজনৈতিক সীমানা মানে না। আজ উত্তর ভারতের আকাশে যে বিষাক্ত ধোঁয়াশার চাদর ছড়িয়েছে, তার প্রভাব পড়ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের জীবনে। তাই সাময়িক ব্যবস্থা নয়, প্রয়োজন দূষণের উস চিহ্নিত করে সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ। নইলে প্রতি শীতেই বিষাক্ত বাতাসের কাছে আরও অসহায় হয়ে পড়বে সাধারণ মানুষ।

টাটার আইফোন কারখানায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা! বিষাক্ত গ্যাস লিক করে মৃত্যু ৩ শ্রমিকের

হোসুরে, ১০ নভেম্বর ঃ তামিলনাড়ুতে টাটা ইলেকট্রনিক্সের আইফোন যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বিষাক্ত গ্যাস লিক করে মৃত্যু হল তিন চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকের। সোমবার গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিল্পমহলে। কীভাবে কারখানার ভিতরে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে টাটা কর্তৃপক্ষ ও অ্যাপল। পাশাপাশি পৃথকভাবে ঘটনার তদন্তে নেমেছে তামিলনাড়ু প্রশাসনও। কর্মীদের নিরাপত্তা এবং কারখানার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা নিয়েও উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, তামিলনাড়ুর হোসুরে অবস্থিত টাটা ইলেকট্রনিক্সের কারখানায় বর্জ্য জল শোধনাগারের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল। সেই সময় আচমকাই একটি ট্যাঙ্ক থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। মুহূর্তের মধ্যে সেই গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায়। তার জেরেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। মৃতেরা সকলেই চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছিলেন। দুর্ঘটনার পরপরই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুরু করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের দেওয়া তথ্য



অনুযায়ী, কারখানার বর্জ্য জল শোধনাগার বা এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল নালকো ওয়াটার। সংস্থাটি মার্কিন সংস্থা ইকোলাবের একটি অংশ। ওই শোধনাগারের বাইরের একটি ন্যানো-ফিল্ট্রেশন ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। কী ধরনের গ্যাস ট্যাঙ্ক থেকে নির্গত হয়েছিল, কীভাবে তা ছড়িয়ে পড়ল এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম মেনে কাজ করা হয়েছিল কি না, তা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। তবে প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এসে শ্রমিকদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে টাটা ইলেকট্রনিক্স ও অ্যাপল পৃথকভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। কী কারণে গ্যাস লিক হল, রক্ষণাবেক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল কি না এবং কর্মীদের সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল কি না, তা তদন্তের অন্যতম বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি তামিলনাড়ু সরকারের প্রশাসনিক আধিকারিকরাও দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করছেন। কারখানার বর্জ্য শোধনাগারের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা, ট্যাঙ্কের অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিরাপত্তা বিধি খতিয়ে দেখা হতে পারে। তদন্তের রিপোর্ট সামনে এলেই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ভারতে অ্যাপলের আইফোন উৎপাদন ও অ্যাসেম্বলিংয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে টাটা গ্রুপ। সংস্থার ইলেকট্রনিক্স শাখা টাটা ইলেকট্রনিক্স দেশের অন্যতম বড় আইফোন উপাদনকারী সংস্থা। অন্যদিকে, ফক্সকনও ভারতে আইফোন উপাদনের একটি বড় অংশের দায়িত্বে রয়েছে। ভারতে অ্যাপলের উপাদন পরিকাঠামো সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে টাটার ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ফলে হোসুরের কারখানায় এই দুর্ঘটনা শুধু সংস্থার জন্যই নয়, দেশের ইলেকট্রনিক্স উপাদন শিল্পের ক্ষেত্রেও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আগেও টাটার আইফোন উপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা সামনে এসেছে। সাইবার হামলার ঘটনা থেকে শুরু করে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ- একাধিক বিষয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে সংস্থাকে। তার মধ্যেই এবার কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস লিক করে তিন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় অস্বস্তি আরও বাড়ল। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, শিল্প উপাদনের বিপুল পরিকাঠামোর মধ্যে শ্রমিকদের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত করা হচ্ছে? বিশেষ করে বর্জ্য শোধনাগারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজের সময় প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল কি না, তা তদন্তে স্পষ্ট হওয়া জরুরি। তিন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় দায় নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা রুখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়াই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

মনমোহনকে সরাতে বলেছিলেন প্রণব, কীভাবে প্রসঙ্গ ঘুরিয়েছিলেন সোনিয়া!

১-র পাতার পর-বলে মনে করেছিলেন তিনি। প্রণবের কর্মদক্ষতার উপর সোনিয়ার ভরসা ছিল। কিন্তু সরকারের সর্বোচ্চ পদের প্রশ্নে সেই ভরসা কত দূর রাখা যায়, সেই সংশয় আসলে গান্ধি পরিবারের মজ্জায় ছিল বলে অনেকের মত। এর পিছনে ছিল পুরনো ইতিহাস। ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর কংগ্রেসের অন্দরে ধারণা তৈরি হয়েছিল, প্রণব প্রধানমন্ত্রী হতে চান। তখনও তিনি অর্থমন্ত্রী, সরকারের অলিখিত দ্বিতীয় ব্যক্তি। সেই ধারণা কতটা ন্যায্য ছিল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে রাজীব গান্ধির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয়েছিল। প্রণব কংগ্রেস ছেড়েছিলেন। পরে রাজীবের আমলেই দলে ফেরেন। সোনিয়ার সঙ্গে প্রণবের কাজের সম্পর্ক মজবুত হতে শুরু করে পাঁচমারির কংগ্রেস অধিবেশনের সময়। আর্থিক প্রস্তাবের খসড়া তৈরির ভার সোনিয়া দিয়েছিলেন প্রণব ও মণিশঙ্কর আইয়ারকে। কিন্তু প্রথম ইউপিএ সরকারের দফতর বণ্টনে প্রণব অন্য একটি সংকেত দেখেছিলেন। লোকসভা ভোটে হেরেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন শিবরাজ পাটিল। পরে তাঁকে রাজ্যসভায় আনা হয়। প্রণব পেলেন প্রতিরক্ষা। প্রণববাবুর ঘনিষ্ঠদের মতে, সোনিয়ার সেই সিদ্ধান্তকেও আস্থার সীমা হিসেবেই দেখেছিলেন। নৈনিতালে উপপ্রধানমন্ত্রী পদের জল্পনার যে ভাবে ইতি টেনেছিলেন সোনিয়া, তাতেও সেই সীমারেখাটা প্রকাশ্যে এসেছিল। বস্তুত এই কারণেই প্রথম ইউপিএ আমলেই রাষ্ট্রপতি পদে যাওয়ার আগ্রহ ছিল প্রণবের। ২০০৭ সালে তাঁর নামও উঠেছিল। নিজের স্মৃতিকথা দ্য কোয়ালিশন ইয়ার্স-এ প্রণব লিখেছেন, বামেরাই প্রথম তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিল বলে তিনি জানতে পারেন। প্রকাশ কারাট পরে তাঁর বাড়িতে এসে জানান, সোনিয়া রাজি নন। লোকসভায় প্রণবের বিকল্প নেই, মন্ত্রিসভা থেকেও তাঁকে ছাড়া কঠিন। অর্থাৎ, সে বার রাষ্ট্রপতি ভবনে যাওয়ার পথে প্রণবের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সরকারের কাছে তাঁর প্রয়োজনীয়তাই। পাঁচ বছর পরে পরিস্থিতি বদলাল। প্রণবও তত দিনে এমন ভাবে রাজনৈতিক জমি তৈরি করেছিলেন যে, তাঁর নামেই সবচেয়ে বিস্তৃত সমর্থন জোগাড় করার সম্ভাবনা ছিল। গোড়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও ইউপিএ প্রণবকেই প্রার্থী করে। সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টি দ্রুত সমর্থন জানায়। শেষ পর্যন্ত ২০১২ সালের জুলাইয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে যান প্রণব। প্রণববাবু ঘনিষ্ঠদের কথায়, তাঁর আক্ষেপটা শুধু প্রধানমন্ত্রী হতে না পারার ছিল না। তিনি মনে করতেন, দ্বিতীয় ইউপিএর মাঝপথে সোনিয়া যদি মনমোহনকে সরিয়ে নেতৃত্বে বদল আনতেন, তা হলে বিজেপির উত্থান ঠেকানোর একটা সুযোগ হয়তো থাকত। ২০১৪-র ফল তাতে বদলাত কি না, জানার উপায় নেই। কিন্তু প্রণবের বিচারে, সময় থাকতে সেই সুযোগটা না নেওয়ার দায় সোনিয়ারও ছিল।

তামিলনাড়ু সরকারের তিন অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ২২.১০ কোটি! বিজয়কে নিশানা বিজেপির

তামিলনাড়ুতে বড়সড় আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ। রাজ্য সরকারের তিনটি সরকারি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে মোট ২২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা! প্রাথমিকভাবে সন্দেহ, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার পিছনে রয়েছে কোনও আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধী চক্র। এমনকী, এই ঘটনায় নাইজেরিয়ার সাইবার অপরাধীদের যোগ থাকতে পারে বলেও অনুমান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আর এই ঘটনাকে হাতিয়ার করেই মুখ্যমন্ত্রী বিজয়কে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। রাজ্য সরকারের আর্থিক নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে গেরুয়া শিবিরের কটাক্ষ, 'বিজেপি জবাব চাইছে, বিজয় এখন কোথায়?'একটি তামিল সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীন তিনটি সরকারি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সাইবার জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে। সব মিলিয়ে প্রতারণার অঙ্ক ২২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। রপ্রতিবেদন অনুযায়ী, রামনাথপুরম জেলার মণ্ডপম পঞ্চায়েত ইউনিয়নের একটি সরকারি অ্যাকাউঃট থেকে উধাও হয়েছে প্রায় ১৪ কোটি টাকা। নাগাপট্টিনম জেলার একটি অ্যাকাউন্ট থেকে সরানো হয়েছে ৩

মঙ্গলবারের বারবেলায়

১-র পাতার পর-দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রেও কম নম্বর পাওয়া প্রার্থীকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়। সিবিআই তদন্তে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নামও উঠে আসে। সেই সূত্র ধরেই আবার গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সুমন হাজরা। যদিও তিনিও ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন। ২০ হাজার টাকার বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে কলকাতা হাইকোর্ট। জামিন মঞ্জুর করে কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বলা হয়েছে, নিয়মিত মামলার শুনানি হাজির হতে হবে। এছাড়া কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না। পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। পাশাপাশি, নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর সিবিআইয়ের তদন্তকারি আধিকারিকের কাছে জমা দিতে হবে। সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারবেন না তিনি।

হাইকোর্টে মামলা সুমিতের স্ত্রীর

১-র পাতার পর-সাম্প্রতিক ঘটনাক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে আইনজীবী মহল। উক্ত মামলায় ইতিমধ্যে অভিযুক্ত সুমিত রায়ের জামিনের আবেদন আদালতে খারিজ হয়ে যায়। এর পরই সুমিতের স্ত্রী উচ্চ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি করেন যে রাজ্য পুলিশের হেফাজতে বা অভিযানে তাঁর স্বামীর ভুয়ো এনকাউন্টার ঘটানো হতে পারে। এর আগে সুমিতের স্ত্রী দাবি করেছিলেন, তাঁর স্বামীকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসাতেই গল্প সাজিয়েছে পুলিশ। পুরো ঘটনার সিবিআই তদন্ত অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নজরদারিতে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের আর্জি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি সুমিতকে গ্রেফতার করার পর পুলিশি হেফাজতে তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়। দাবি, জোর করে এবং মারধর করে সুমিতের থেকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা চলছে। তবে ডিভিশন বেঞ্চ জরুরি ভিত্তিতে এই মামলা শুনতে অস্বীকার করায় মামলাটি এখন নিয়মমাফিক শুনানির জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়মিত বেঞ্চে উঠবে। সেখানে মামলাটি কবে তালিকাভুক্ত হয় এবং আদালত সুমিতের সুরক্ষার আবেদনে কী পদক্ষেপ করে, সে দিকেই এখন নজর রাখছে রাজ্য রাজনীতির পাশাপাশি আইনি মহল।

কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়

কিছুটা কমবে যা শীত আসতে উপকূল পরিস্থিতি তৈরি করে দিতে পারে। তবে, এই সময় বৃষ্টির জেরে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও বৃষ্টি হবে বুঝবার। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পংয়ে বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টি আগামী কয়েকদিন ধরে চলতে পারে। খুশির খবর এই যে, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ভোর ও রাতের দিকে শীতের হালকা আমেজ আরও ভাল করে টের পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, শীতের পোশাক আলমারি থেকে বের করার সময় এসে গেলেও এখনই কনকনে ঠান্ডার আশা নেই। আবহাওয়াবিদদের একাংশের মতে, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে জাঁকিয়ে শীত পড়বে না রাজ্যে।

সিপিএমের বিরুদ্ধে 'নন্দীগ্রাম ফাইল' খুলবেন মুখ্যমন্ত্রী!

১-র পাতার পর-বিরুদ্ধে আমি নতুন করে কেস ওপেন করে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যবস্থা করব।'' মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ১৯ বছর আগের সেই মর্মান্তিক ঘটনার এখনও কোনও বিচার হয়নি। তিনি জানান, মোট ১১ জনকে পিছমোড়া করে বেঁধে প্রথমে বারাতলা এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আটকে রাখা হয়। এরপর ওই জীবন্ত মানুষদের কামারদায় নিয়ে গিয়ে সিপিএমের পার্টি অফিসে পিস পিস করে কাটা হয়। পরের দিন সেই দেহাবশেষ ব্যাগে ভরে মাঝসাগরে ফেলে দেওয়া হয়। শুভেন্দুর কথায়, পরবর্তী সময়ে সিআইডি তদন্তে প্রাক্তন সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠ ১৮১ দিন জেল খাটলেও মামলার বিচার আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। অন্যদিকে গত শুক্রবার মধ্যরাতে কালীঘাটের রাস্তায় মমতা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া ব্যাপক উত্তেজনা ও তাণ্ডব নিয়ে তাঁকে এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, কালীঘাটের ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অসভ্যতামি চলছিল এবং যার দরুন পটুয়াপাড়ার মৃশিল্পীরা তাঁদের তৈরি প্রতিমা বিক্রি পর্যন্ত করতে পারছিলেন না। ক্ষোভ উগরে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ওঁরা হয়তো ভেবেছিলেন যে এখনও রাজ্যে আগের রাজত্বটাই চলছে। এতদিন ধরে যেভাবে গুন্ডামি করে এসেছেন, এখনও ঠিক তেমনই চালিয়ে যাবেন। কিন্তু বর্তমান সরকারের জমানায় এই সমস্ত অরাজকতা আর বরদাস্ত করা হবে না।'' তিনি আরও যোগ করেন, এখন দুজনেই পাড়ার বাইরে বেরতে পারছেন না। রাজ্যে দুষ্কৃতী ও গুন্ডাদের কোনও ঠাঁই নেই এবং সাধারণ মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে সাফ বার্তা দেন তিনি। অন্যদিকে, ১৩ বছরের পুরনো মামলায় সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে দিল্লি পুলিশের হাজির হওয়া এবং নোটিস দেওয়া প্রসঙ্গেও নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

উত্তরপূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার গুয়াহাটি-নিউ হাফলং সেকশন পরিদর্শন করলেন



মালিগাঁও, ১০ নভেম্বরঃ উত্তরপূর্ব রেলওয়ের (এনএফআর) জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বিবেক খারে ১০ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং গুয়াহাটি থেকে নিউ হাফলং পর্যন্ত জানালা দিয়ে ট্রেন চলাচল পরিদর্শন করেন। লুমডিং-বদরপুর পাহাড়ি সেকশনে নিরাপত্তা ও ট্রেন চলাচল পর্যালোচনার জন্য দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির প্রথম দিন ছিল এই পরিদর্শন। পরিদর্শনের সময় শ্রী খারের সঙ্গে ছিলেন লুমডিং-এর বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার এবং এনএফআর সদর দপ্তর ও লুমডিং বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে শ্রী খারে ওয়েটিং রুম, রিটায়ারিং রুম এবং প্ল্যাটফর্ম পরিদর্শন করেন। তিনি টিকিট ব্যবস্থা এবং যাত্রী এলাকার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। যাত্রীদের দক্ষতা ও নিরাপত্তার জন্য তিনি প্রবেশ ও বাহির হওয়ার গেটে ভিড় ব্যবস্থাপনা, প্ল্যাটফর্মে নিরাপদ চলাচল এবং স্টেশন কর্মী ও নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় পর্যালোচনা করেন।নিউ হাফলাং পরিদর্শনের সময়, শ্রী খারে পাহাড়ি অংশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে রেললাইন, সেতু .

Nabastha-II Gram Panchayat
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S :PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No. – 01/2026-27
Notice Inviting Electronic Tender are invited by the Executive Assistant, Nabastha-II Gram Panchayat, for total 5(Five)Nos. different works. Bid Submission closing (On line): **16/11/2026 upto 2:00 PM**. Date for opening of Financial Proposal (Online): **19/11/2026 at 10.00 Am,**. For details, visit the website **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Pradhan
Nabastha-II Gram Panchayat

Nabastha-II Gram Panchayat
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S :PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No. – 02/2026-27
Notice Inviting Electronic Tender are invited by the Executive Assistant, Nabastha-II Gram Panchayat, for total 4(Four)Nos. different works. Bid Submission closing (On line): **15/11/2026 upto 2:00 PM**. Date for opening of Financial Proposal (Online): **18/11/2026 at 10.00 Am,**. For details, visit the website **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Pradhan
Nabastha-II Gram Panchayat

নাম পরিবর্তন
আমি, Parveen Khatun (পুরানো নাম), W/O Silon Sk, গ্রাম ও পোঃ ভদ্রপুর, থানাঃ নলহাটি, বীরভূম ৭৩১২৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমি আমার নাম Parveen Khatun (পুরানো নাম) থেকে পরিবর্তন করে Israt Parvin (সঠিক নাম) রেখেছি এখন থেকে আমি সর্বত্র Israt Parvin নামে পরিচিত হলাম। ১৩.১০.২০২৬ তারিখে রামপুরহাটের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ২৬৯৮২ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Israt Parvin এবং Parveen Khatun উভয়েই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE
I, Barida Bibi (Old Name) W/O–Md Nezamuddin residing at Mondal Para , Bara , Nalhati , Birbhum , West Bengal 731237 do hereby declared that I have changed my name from Barida Bibi to Rabida Bibi and henceforth I shall be known as Rabida Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 10/11/2026 . My name Rabida Bibi & Barida Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sohrab Hossain (Old Name) S/O–Abdul Majid Mondal residing at Vill & PO-Goas , PS-Islampur , Dist-Murshidabad, West Bengal 742304 do hereby declared that I have changed my name from Md Sohrab Hossain to Sohrab Hossain and henceforth I shall be known as Sohrab Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 10/11/2026 . My name Sohrab Hossain & Md Sohrab Hossain both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Idrish Halsona & Idrish Halsana (Old Name) S/O–Kheder Halsana residing at Balarampur , Karuigachi , Tehatta , Nadia , West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Idrish Halsona & Idrish Halsana to Idris Halsana and henceforth I shall be known as Idris Halsana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 10/11/2026 . My name Idris Halsana & Idrish Halsona & Idrish Halsana both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Kasimuddin (Old Name) S/O–Saleman Ali residing at Vill-Hajratpur , PO-Hazaratpur Jalalpur , PS-Chanchal , Dist-Malda , West Bengal 732123 do hereby declared that I have changed my name from Kasimuddin to Md Kashimuddin and henceforth I shall be known as Md Kashimuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 10/11/2026 . My name Md Kashimuddin & Kasimuddin both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Siraj Sk & Md Siraj Sk (Old Name) S/O–Mohammad Abdul Kalam Sheikh residing at Vill & PO- Milki , PS-

মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে 'বিবাদ' অতীত, তাঁর পাশে দাঁড়ালেন অধীর!

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১০ নভেম্বর ঃ রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় আসন্ন কর্পোরেশন ও পুরসভা নির্বাচনের আগে ফের একবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পাশে দাঁড়ালেন অধীর চৌধুরী। ১৩ বছর আগের একটি মামলার তদন্তে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে সাক্ষী হিসেবে নিজের জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে দিল্লি পুলিশ। সোমবার দুপুরে দিল্লি পুলিশের একটি দল কলকাতার কালীঘাটে মমতা ব্যানার্জির বাড়িতে এসে তাঁকে এই নোটিশ পৌঁছে দেয়। সূত্রের খবর মমতা ব্যানার্জির পক্ষে এই নোটিশটি গ্রহণ করেছেন তৃণমূল নেতা শুভাশিস চক্রবর্তী। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লি পুলিশের দেওয়া এই নোটিশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মঙ্গলবার তাঁর পাশেই দাঁড়ালেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রতিহিংসার বশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এটা ঠিক হচ্ছে না। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দিল্লিতে 'ইন্ডিয়া' জোটের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি অংশগ্রহণ করার পর রাজ্যে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে বিজেপি বিরোধী জোটে তৃণমূল কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করলে তাদের কোনো আপত্তি নেই বলে ইঙ্গিত দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। অধীর চৌধুরীও বিজেপি বিরোধী জোটে তৃণমূল অংশগ্রহণ করলে তাঁর আপত্তির কথা প্রকাশ্যে জানাননি। মঙ্গলবার বহরমপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে দেওয়া দিল্লি পুলিশের নোটিশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন,একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আমার সঙ্গে কারো ব্যক্তিগত কোনো সংঘাত নেই। যে সংঘাত রয়েছে তা রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫ বছর তৃণমূলের শাসনকালে আমি মমতা ব্যানার্জির বিরোধিতা করেছি। তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জির বিরোধিতা করতে আমি কোনো ত্রুটি বা সমঝোতা করিনি। এই বিরোধিতা কোনো ব্যক্তিগত বিরোধিতা ছিল না, নীতি এবং আদর্শগত বিরোধিতা ছিল। এরপরই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, তার মানে এটা নয় তাঁকে ২০১৩-র একটি মামলায় নোটিশ পাঠাতে হবে। আমি এটাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলবো না এমন কোনো ব্যাপার নেই। এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসারই একটি প্রতিফলন। এটা ঠিক হচ্ছে না। প্রসঙ্গত ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে এসএফআই কর্মী সুদীপ্ত গুপ্তর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দিল্লির বঙ্গভবন ও যোজনা কমিশনের সামনে প্রতিবাদ দেখাতে গিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি এবং রাজ্যের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। সেখানে অমিত মিত্রের ওপর হামলার একটি ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলার সাক্ষী হিসেবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্যই তাঁকে দিল্লি পুলিশের তরফে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।



মায়াপুর ইসকন মন্দিরে গোবর্ধন পুজো ও অন্নকূট মহোৎসবে ভক্তদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মায়াপুর, ১০ নভেম্বর ঃ শতাধিক পদে পাহাড় চূড়া সমান ভোগ নিবেদন করে অন্যকূট মহোৎসব পালন মায়াপুর ইসকন মন্দিরে। মায়াপুর ইসকনে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা, নিষ্ঠা ও বৈদিক রীতিনীতি মেনে মহা সমারোহে পালিত হচ্ছে গিরিরাজ গোবর্ধন পুজো ও অন্নকূট মহোৎসব। ভক্তি, আধ্যাত্মিকতা এবং কৃষ্ণপ্রেমের এক অপূর্ব মেলবন্ধনে উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে গোটা মায়াপুর ধাম। এই বিশেষ পুণ্যতিথিকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম ঘটেছে ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে। হিন্দু বৈষ্ণব ধর্মীয় পরম্পরায় গোবর্ধন পুজোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই পুজোর মাহাত্ম্য। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, একসময় ব্রজবাসীদের প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কনিষ্ঠ আঙুলে গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরেছিলেন। সেই লীলাকে স্মরণ করেই প্রতিবছর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে পালিত হয় গোবর্ধন পুজো। ভক্তদের বিশ্বাস, গিরিরাজ গোবর্ধনের আরাধনার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও আত্মসমর্পণের বার্তা বহন করা হয়। এই উপলক্ষে মায়াপুর ইসকনে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ পুজো-অর্চনা, কীর্তন, ভজন এবং নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের। অন্নকূট মহোৎসব এই উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। বিভিন্ন ধরনের নিরামিষ খাদ্যসামগ্রী, ফলমূল, মিষ্টান্ন ও সুস্বাদু ভোগ সাজিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। ভক্তদের কাছে এই অন্নকূট মহোৎসব শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ও ভক্তি নিবেদনের এক বিশেষ মাধ্যম। উৎসবকে ঘিরে মন্দির প্রাঙ্গণে তৈরি হয়েছে এক অনন্য আধ্যাত্মিক পরিবেশ। হরিনাম সংকীর্তন ও ভক্তিগীতির সুরে মুখরিত হয়ে উঠেছে গোটা মায়াপুর। দেশ-বিদেশ থেকে আসা ভক্তরা এই মহোৎসবে অংশ নিয়ে নিজেরাই তাজ্জব পাহাড় সমান ভোগ দেখে। গিরিরাজ গোবর্ধন পুজো ও অন্নকূট মহোৎসবের নানা মুহূর্ত, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ভক্তদের অংশগ্রহণে এক অন্য মাত্রা পেয়েছে ইসকনের চন্দ্রদয় মন্দির। সব মিলিয়ে ভক্তি, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে শ্রীধাম মায়াপুরে পালিত হচ্ছে এক বর্ণাঢ্য ধর্মীয় মহোৎসব অন্নকূট। আরে ইসকনে আয়োজিত অন্য কোডের ভোগ প্রসাদ পাচ্ছেন হাজার হাজার দেশীয় বিদেশী ভক্ত সহ অসংখ্য মানুষ।



দিঘায় আবার চালু হচ্ছে হেলিকপ্টার পরিষেবা, ফিরছে উপকূলের ঝাউবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১০ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র দিঘাকে আরও আধুনিক ও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। পর্যটকদের সুবিধার্থে দিঘায় আরও একবার হেলিকপ্টার পরিষেবা পুনরায় চালু করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সমুদ্র উপকূল বরাবর পূর্বের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে ঝাউবন ও ম্যানগ্রোভ বন পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোমবার রাতে দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ (ডিএসডিএ)-এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দিঘায় পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান ভিড় ও চাহিদার কথা মাথায় রেখেই যাবতীয় পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। আগে দিঘা সমুদ্র সৈকত বরাবর সুসজ্জিত ঝাউগাছগুলি ছিল অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সময় সেই গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছিল। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এখন পুনরায় ব্যাপক হারে ঝাউবন ও ম্যানগ্রোভ বন পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে দিঘার হারিয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন ফিরে আসবে, তেমনই সমুদ্র সৈকতের ভাঙন রোধেও তা বড় ভূমিকা পালন করবে। উপকূল সুরক্ষায় বিশেষ জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চাঁদপুর ও শঙ্করপুর এলাকায় সমুদ্রের ভাঙন স্থায়ীভাবে রোধ করতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া তালপট্টি থেকে উদয়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় এলাকাকে নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সাজিয়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় স্তরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলিকে স্বল্প ব্যয়ে উন্নত পর্যটনের সুবিধা প্রদান করা। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরে তিনি আরও জানান, শৌলা থেকে পেতুয়াঘাট পর্যন্ত একটি দৃষ্টিনন্দন 'মেরিন ড্রাইভ' নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে। বর্তমানে দিঘা, তাজপুর এবং মন্দারমণিতে প্রচুর সংখ্যক হোটেল থাকলেও পর্যটনকে আরও ছড়িয়ে দিতে হোমস্টে সুবিধার প্রসার ঘটানো হবে। নির্দিষ্ট পর্যটন এলাকাগুলিতে চার শয্যাবিশিষ্ট নতুন হোমস্টে নির্মাণকারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক ভর্তুকি দেওয়া হবে।

পর্যটকদের যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল ও আরামদায়ক করতে পূর্বে পরিচালিত হেলিকপ্টার পরিষেবা পুনরায় চালুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ট্রেনে চেপে দিঘায় আসা পর্যটকদের সুবিধার্থে বিশেষ বাস পরিষেবা চালু করা হবে। এই বাসগুলির মাধ্যমে পর্যটকরা অত্যন্ত স্বল্প খরচে মন্দারমণি, তাজপুর এবং চন্দনেশ্বরের মতো নিকটবর্তী পর্যটন স্থানগুলিতে সহজেই ঘুরে আসতে পারবেন। রাজ্যের পর্যটন ও পরিবহণ দফতরের সহযোগিতায় দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ (ডিএসডিএ) এই বাস পরিষেবা পরিচালনা করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

পারিবারিক বচসার জেরে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন! গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১০ নভেম্বর ঃ পুরুলিয়ার টামনা থানার অন্তর্গত চাকোলতো। অঞ্চলের বাগদাড়ি গ্রামে পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী গণেশ প্রামাণিককে আটক করার পর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করেছে টামনা থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে গণেশ প্রামাণিক ও তাঁর স্ত্রী অনিতা প্রামাণিকের মধ্যে পারিবারিক বিষয় নিয়ে তীব্র বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই বচসার সময়ই মেজাজ হারিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রী অনিতা দেবীকে উপর্যুপরি কোপান স্বামী গণেশ। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন ওই গৃহবধূ। খবর পেয়ে টামনা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং অভিযুক্ত স্বামী গণেশ প্রামাণিককে আটক করে। যখন স্ত্রী অনিতা পরামানিককে উদ্ধার করে চাকলতোড় গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন ।পরবর্তীতে মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আজ মৃত অনিতা প্রামাণিকের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই নৃশংস ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনো পারিবারিক বা মানসিক কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃত অভিযুক্তকে আজ আদালতে পাঠানো হবে।

শীতকালের জন্য বন্ধ হলো গঙ্গোত্রী ধামের দ্বার

উত্তরকাশী, ১০ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার অন্নকূট উৎসবের পর পূজা ও যথাযথ আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে শীতকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো গঙ্গোত্রী ধামের দ্বার। এরপর মা গঙ্গার উৎসব ডোলি তাঁর শীতকালীন আবাস মুখীমঠ (মুখবা)-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ডোলিটি বুধবার সকালে মুখবা পৌঁছাবে। আগামী ছয় মাস ভক্তরা মুখীমঠ (মুখবা)-তেই মা গঙ্গার দর্শন ও পূজা-অর্চনার সুযোগ পাবেন। মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকেই দ্বার বন্ধের বিশেষ ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। সবার প্রথমে সূর্যোদয়ের সময় মা গঙ্গার মুকুট নামানো হয়। এই সময় ভক্তরা মায়ের ভোগমূর্তির দর্শন লাভ করেন। এরপর অমৃত বেলা, স্বাতী নক্ষত্র প্রীতিযোগের শুভ লগ্নে দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে গঙ্গোত্রী ধামের দ্বার ভক্তদের দর্শনের জন্য বন্ধ করা হয়। এই সময় পুরোহিতরা বিশেষ পূজা ও গঙ্গা লহরী পাঠ করেন। দুপুর ১২ ১৫ মিনিটে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কুমায়ুন রেজিমেন্ট ব্যান্ডের সুর এবং উত্তরাখণ্ডের ঐতিহ্যবাহী ঢোল-দামাওয়ের তালে পুরোহিতরা গঙ্গার ডোলি নিয়ে মুখবা গ্রামের উদ্দেশ্যে পদব্রজে রওনা দেন। যাত্রাপথে রাত্রিযাপনের জন্য ডোলি চন্দুমতি দেবী মন্দিরে পৌঁছবে। বুধবার সকালে চন্দুমতি মন্দির থেকে ডোলি মুখীমঠের গঙ্গা মন্দিরে পৌঁছবে। আগামী ছয় মাস সেখানেই নিয়মিত পূজার্চনা হবে।

বুধবার বন্ধ হচ্ছে কেদারনাথ ধামের কপাট

উত্তরাখণ্ড, ১০ নভেম্বর ঃ শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্তির পথে উত্তরাখণ্ডের পবিত্র চারধাম যাত্রার অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র বাবা কেদারনাথ ধামের বার্ষিক পরিক্রমা। পরম্পরা ও ধর্মীয় আচার মেনে মঙ্গলবার ভাণ্ডার গৃহ থেকে বাবা কেদারনাথের পবিত্র উৎসব ডোলি (পালকি) কেদারনাথ মন্দির চত্বরে নিয়ে আসা হয়। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী, আজ রাতভর এই উসব ডোলি মন্দিরের গর্ভগৃহে শায়িত থাকবে এবং বিশেষ পুজো-অর্চনা সম্পন্ন হবে। বুধবার সকালে পূর্ণ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, ধর্মীয় আচার এবং সেনাবাহিনীর ব্যান্ডের সুরের মূর্ছনায় শীতকালীন মরসুমের জন্য কেদারনাথ মন্দিরের প্রধান কপাট আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর মাধ্যমেই সমাপ্তি ঘটবে বিগত ছয় মাসের গ্রীষ্মকালীন কেদারনাথ যাত্রার। কপাট বন্ধের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বাবা কেদারের পঞ্চমুখী বিগ্রহবাহী উৎসব ডোলি ধাম থেকে যাত্রা শুরু করবে তাঁর শীতকালীন স্থায়ী ঠিকানা উখিমঠের ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের উদ্দেশ্যে। পথে বিভিন্ন পুণ্যভূমি ও চটি অতিক্রম করে ডোলি পৌঁছাবে উখিমঠে, যেখানে আগামী ছয় মাস শীতকালে ভক্তরা বাবার নিত্য পুজো ও দর্শনের সুযোগ পাবেন। কপাট বন্ধের এই পুণ্য মুহূর্তের সাক্ষী হতে মঙ্গলবার থেকেই মন্দির চত্বরে দেশ-বিদেশের কয়েক হাজার পুণ্যার্থী ও সাধুসন্তের সমাগম হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় জেলা প্রশাসন ও উত্তরাখণ্ড পুলিশের কড়া নজরদারি জারি রয়েছে।

চিতার হামলায় মৃত্যু শিশুর

বারামুল্লা, ১০ নভেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় চিতাবাঘের অতর্কিত হামলায় মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক ছয় বছরের শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার, বারামুল্লা জেলার ক্রেরির কালান্তরা গ্রামে। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত শিশুটির নাম কেফায়াত ভাট (৬)। মঙ্গলবার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, কালান্তরা গ্রামের চিতাবাঘটি ওই শিশুটির ওপর আচমকা আক্রমণ চালিয়ে তাকে মারাত্মকভাবে জখম করে। এই ঘটনার পর তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর বন দফতর ও স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং দ্রুত ওই চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে পাঠানোর আশ্বাস দেয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লালকেল্লা ও চাঁদনি চকে কড়া নিরাপত্তা বলয়, চিরুনি তল্লাশি দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর ঃ দিল্লির লালকেল্লা ও সংলগ্ন চাঁদনি চক চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে জোরদার করল দিল্লি পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল থেকেই চাঁদনি চক, লাজপত রাই মার্কেট এবং লালকেল্লার আশপাশের ব্যস্ততম এলাকাগুলিতে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড (বিডিএস) ও বিশেষ ডগ স্কোয়াড নামিয়ে দফায় দফায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। কোনও সন্দেহজনক বস্তু বা নাশকতামূলক গতিবিধি রুখতে গোটা এলাকায় ব্যাপক নজরদারি ও ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিগত বছর ঠিক আজকের দিনেই লালকেল্লার সামনের চত্বরে এক রহস্যজনক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার স্মৃতি মাথায় রেখে এবং আসন্ন উৎসবের ভিড়কে কেন্দ্র করে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। এদিন সকাল থেকে প্রশিক্ষিত স্নিফার ডগ এবং আধুনিক বিস্ফোরক শনাক্তকরণ সরঞ্জাম নিয়ে বিডিএস দল চাঁদনি চকের অলিগলি, ফুটপাথ, পার্কিং এলাকা ও জনবহুল বাজারগুলিতে নিবিড় তল্লাশি অভিযান চালায়। পথচলতি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি নজরদারি চালানো হচ্ছে মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে। লালকেল্লা সংলগ্ন সমস্ত প্রবেশ ও বহির্গমন পথে পর্যাপ্ত সংখ্যক অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ও সশস্ত্র কমান্ডো মোতায়েন করা হয়েছে। গোটা এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। উৎসবের মরসুমে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশ সর্বদা সজাগ রয়েছে বলে দিল্লি পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে কোনো ধরনের বেওয়ারিশ বা সন্দেহজনক বস্তু চোখে পড়লে অবিলম্বে পুলিশকে জানানোর জন্য নাগরিকদের প্রতি সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

লামডিং মণ্ডলে এসএণ্ডটি সম্পদসমূহের স্থানান্তরণ

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-৪৪-এলএমজি-২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৬-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** গুয়াহাটি ষ্টেশন এলাকায় আরএলডিএর দ্বারা সামহিক হল নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত এসএণ্ডটি সম্পদসমূহের স্থানান্তরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩১,২৮,৩৬১.৩৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৬২,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-১১-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁওয়ে ওষুধ সরবরাহ

টেন্ডার নং. ঃ সিএমডি-ইএমপি-২০২৬-২৭-০১; তারিখ ঃ ০৯-১১-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁও-এর জন্য দৈনন্দিন ওষুধ ইত্যাদি সরবরাহের নিমিত্ত স্থানীয় বিক্রেতা অর্থাৎ ফার্ম/কেমিস্ট শপ/ফার্মেসিগুলির তালিকাভুক্তি। **বায়না মূল্য ঃ** ৯,৪৯,১৬০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৮-১২-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

মেডিকেল ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সিগন্যাল এবং টেলিকম ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-৩৯-এলএমজি-২০২৬-২৭; তারিখ ঃ ০৬-১১-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** দুইবছর মেয়াদের জন্য সিলঘাট টাউন, শোখুভি, বরপথার, মাইবাং, করিমগঞ্জ জংশন, শিলচর, ভৈরবি, বোকাজান এবং সাব্রুম স্টেশনগুলিতে আইপিআইএস -এর সিএএমসি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭০,৬৬,৯২৬.৯৮/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৪১,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় **২৭-১১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ABRIDGED SHORT NOTICE INVITING TENDER

SNIT No. 17/EE-II/CD of 2026-27

Sealed offline tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the bonafied contractors for 1 (One) no. work having credential of 30% of similar nature of work in last 5 (Five) years, related to emergent protection and anti-erosion work along the left embankment of River Hooghly near Hatpara, Dakshin Roypur for a length of 40 m within Budge Budge-II block for Amount Put to Tender **Rs. 39.02 Lakh. (i)** Last date of application is **14.11.2026 up to 15.00 Hrs. (ii)** Last date of issue of Tender Document is **14.11.2026 after 15.30 Hrs. (iii)** Last date of submission Tender Document is **16.11.2026 up to 15.00 Hrs. (iv)** Date of opening of Tender is on **16.11.2026 after 15.30 Hrs.** For other details the website **www.iwd.wb.gov.in** and Office Notice Board to be followed.

Sd/-
Executive Engineer-II
Canals Division
I & W Directorate

স্টেবল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: 2/5, সরৎ বোস রোড, ফ্ল্যাট নং 8A, 8ম তল, কলকাতা - 700020
CIN: L27204WB1979PLC032215 ওয়েবসাইট: www.stabletrading.in ইমেল: secretarial@stabletrading.in
৩০শে সেপ্টেম্বর, 2026 সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(টাকা লক্ষে, শেয়ার প্রতি আয় ব্যতীত)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধবর্ষ		সমাপ্ত বছর
	30-09-26	30-06-26	30-09-25	30-09-26	30-09-25	31-03-26 নিরীক্ষিত
কার্যক্রম থেকে মোট আয়	2,695.31	65.66	2,425.84	2,760.97	2,466.51	2,665.10
সময়কালের নিট মুনাফা (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ বিষয়সমূহের পূর্বে)	2,490.52	(13.53)	2,433.78	2,476.99	2,430.69	2,501.10
সময়কালের করপূর্ব নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ বিষয়সমূহের পরে)	2,490.52	(13.53)	2,433.78	2,476.99	2,430.69	2,501.10
সময়কালের করোত্তর নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ বিষয়সমূহের পরে)	1,999.92	(20.78)	1,820.81	1,979.14	1,817.72	1,867.37
সময়কালের মোট সামগ্রিক আয় (সময়কালের মুনাফা/(ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (করের পরে) সহ)	32,472.78	10,115.32	(32,803.99)	42,588.10	(21,457.63)	(33,238.45)
পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য Rs 10/-)	222.35	222.35	222.35	222.35	222.35	222.35
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত সঞ্চিতি	-	-	-	-	-	134,714.92
নিট মুনাফার উপর শেয়ার প্রতি আয় (EPS) (প্রতিটি Rs. 10/- মূল্যের) (বার্ষিকীকৃত নয়) - মৌলিক ও ডাইলিউটেড	89.94	(0.93)	81.89	89.01	81.75	83.98

টীকা:

1 আর্থিক ফলাফল কোম্পানি আইন, 2013-এর 133 ধারার অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় হিসাবমান ("Ind AS") অনুযায়ী এবং তদধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক বিধিসমূহ সহ পঠিত হয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।

2 উপরোক্ত বিবরণ সেবি (তালিকাভুক্তি দায়বদ্ধতা ও প্রকাশের আবশ্যকতা) প্রবিধান, 2015-এর প্রবিধান 33 অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক / অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক / অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.stabletrading.in-এ পাওয়া যাবে।

স্থান: পুরুপ্রাম
তারিখ: 10 নভেম্বর, 2026

স্টেবল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
আনন্দ পর্ণ
ডিরেক্টর
DIN - 07256063

ভাইফোঁটায় চাহিদা তুঙ্গে বাঁকুড়ার মেচা সন্দেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১০ নভেম্বরঃ ভাইফোঁটা। আর সেই ভাইফোঁটাতে বাঁকুড়া সহ আশপাশের জেলার ভাইদ

রঞ্জিতে ব্রাত্য, মুস্তাক আলিতে অধিনায়ক!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১০ নভেম্বরঃ রঞ্জি ট্রফির প্রথম চার রাউন্ডে সুযোগ পাননি। কারণ লাল বলের ক্রিকেটে অনুশীলনের অভাব। কিন্তু সাদা বলের ক্রিকেট প্রত্যাবর্তন। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মুম্বই দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন সূর্যকুমার যাদব। জাতীয় দলের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়ার পর, এবার ঘরোয়া ক্রিকেটের মঞ্চে নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করার মোক্ষম সুযোগ পেলেন ভারতের প্রাক্তন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। গত মে মাসে আইপিএলে শেষবার প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেছেন। এরপর অজিত

মুম্বইয়ের হয়ে জবাব দিতে মরিয়া সূর্য

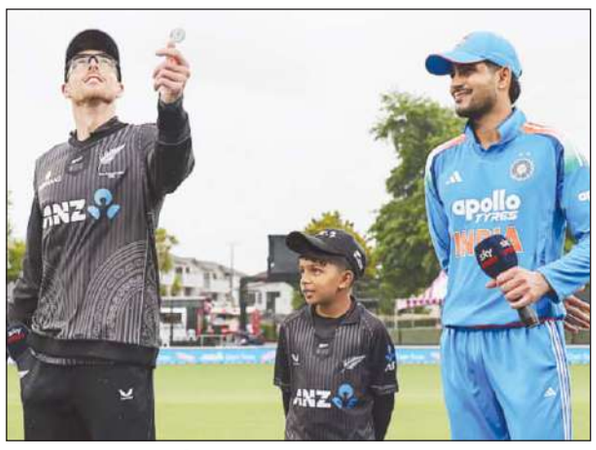
আগরকরের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন নির্বাচক কমিটি সূর্যকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। জায়গায় আসেন শ্রেয়স আইয়ার। যিনি বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জাতীয় দলের সিরিজ নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর অনুপস্থিতিতেই মুম্বইয়ের সাদা বলের ক্রিকেটে নেতৃত্বের ভার উঠল ৩৬ বছরের সূর্যকুমারের কাঁধে। প্রজ্ঞান ওঝার নেতৃত্বাধীন নতুন জাতীয় নির্বাচক কমিটিকে নিজের



অপরিহার্যতা প্রমাণ করতে মুখিয়ে রয়েছেন তিনি। অধিনায়ক নির্বাচিত হয়ে উচ্ছ্বসিত সূর্যকুমার। বলেন, ''মুম্বইয়ের প্রতিনিধিত্ব করা সবসময়ই দারুণ গর্বের। এমন প্রতিভাবান দলকে নেতৃত্ব দিতে পেরে আমি সত্যিই সম্মানিত। মুম্বইয়ের সমৃদ্ধ ক্রিকেট ঐতিহ্য ও জয়ের সংস্কৃতি রয়েছে। আমরা সেই ধারাটাই বজায় রাখব।'' দলের ভারসাম্য নিয়ে আশাবাদী অধিনায়ক আরও বলেন, ''অভিজ্ঞ ও তরুণ প্রতিভার দারুণ মিশেল রয়েছে আমাদের টিমে। আমি আত্মবিশ্বাসী, যে দল একজোট হয়ে তীব্রতার সঙ্গে খেলবে। ট্রফি ঘরে তোলাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।'' সূর্যর স্কোয়াডে রয়েছেন শিবম দুবে, সরফরাজ খান এবং মুশির খান। তবে দলে সবচেয়ে বড় স্বস্তি শার্দূল ঠাকুরের কামব্যাক। হাতের চোট সারিয়ে ফের বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ১৪ নভেম্বর কলকাতায় হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নামবে সূর্য বাহিনী। জাতীয় দলে ব্রাত্য থাকার ক্ষোভকে কীভাবে ২২ গজে বারুদে পরিণত করেন এই তারকা, সেটাই এখন নির্বাচকদের নজরে।

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল তৃতীয় ওডিআই

সিরিজ জয়ের অপেক্ষা বাড়ল ভারতের





সংবাদ সংস্থা, হ্যামিলটন, ১০ নভেম্বরঃ আশঙ্কা ছিল আগেই। সেটাই সত্যি হলো। প্রথম দুই ওডিআই-এর মতো তৃতীয় ম্যাচেও কোপ বসাল বৃষ্টি। প্রথম দুই ম্যাচে ওভারসংখ্যা কমিয়ে খেলা হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্য একেবারেই ভেস্তে গেল ভারত বনাম নিউ জিল্যান্ড তৃতীয় ওডিআই ম্যাচ। ফলে সিরিজ জয়ের অপেক্ষা আরও বাড়ল ভারতের। মঙ্গলবার হ্যামিলটনের সেডন পার্কে টস হওয়ার পরে প্রথমে ৪০ ওভারের ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আম্পায়াররা। কিন্তু আবহাওয়ার উন্নতি না হওয়ায় একটি বলও খেলা সম্ভব হয়নি। সিরিজে ২-০ এগিয়ে রইল ভারত। সমতা ফেরানোর জন্য লাইফলাইন পেল কিউয়িরা। কিউয়িদের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে টানা তৃতীয় ম্যাচে টস জিতলেন ভারতের অধিনায়ক শুবমান গিল। আগের দুই ম্যাচের মতো এ দিনও প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ভারতীয় দলে কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে নিউ জিল্যান্ড দলে ব্লেয়ার টিকনারের জায়গায় সুযোগ পেয়েছিলেন ম্যাট ফিশার। ম্যাচ শুরুর আগে মাঠ প্রস্তুত করার কাজও শুরু করেছিলেন গ্রাউন্ড স্টাফরা। ফলে খেলা শুরুর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ফের বৃষ্টি নামায় সেই আশা শেষ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন আম্পায়াররা। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ভারত। প্রথম দুই ম্যাচে বৃষ্টির জন্য কমেছিল ওভার সংখ্যা। ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে জয় পেয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। এ বার পুরোপুরি ভেস্তে গেল তৃতীয় ম্যাচ। ফলে সিরিজের বাকি দুটো ম্যাচেও আবহাওয়া নিয়ে চিন্তা থাকছে। শুক্রবার খেলা হবে চতুর্থ ওডিআই। সে দিন আবহাওয়ার পূর্বাভাস অবশ্য স্বস্তিদায়ক। আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রবিবার সিরিজের শেষ ম্যাচে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। পূর্বাভাস অনুযায়ী, সে দিন আকাশ মেঘলা থাকতে পারে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫৫ শতাংশ। সিরিজের শেষ দুই ওডিআই-তে ভারতীয় দলের বড় বদল হবে। টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতির জন্য ওডিআই টিমে থাকবেন না শুবমান গিল ও কেএল রাহুল। তাঁদের অনুপস্থিতিতে অধিনায়কত্ব করবেন শ্রেয়স আইয়ার। সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে ঈশান কিষানকে। দলে যোগ দেবেন তিলক বর্মা, কুমার কুশাগ্র, যশ ঠাকুররা। তবে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি দলের সঙ্গেই থাকছেন।

যুব এশিয়া কাপে শেহওয়াগ জুনিয়রের ধুন্ধুমার ১৬০

সংবাদ সংস্থা, আল আমিরাত, ১০ নভেম্বরঃ পাকিস্তানের কাছে অপ্রত্যাশিত হার। সেমিফাইনালে ওঠার অঙ্ক বেশ কঠিন করে ফেলা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় যায় অবস্থা। এমন এক 'মাস্ট উইন' ম্যাচে ব্যাট হাতে রীতিমতো ধ্বংসলীলা চালালেন আর্যবীর শেহওয়াগ। তাঁর অনবদ্য ১৬০ রান এবং ভিকে বিনীতের সঙ্গে ১৯৩ রানের রেকর্ড পার্টনারশিপে ভর করে আমিরশাহির বিরুদ্ধে ৩০৯ রানের পাহাড় গড়ল ভারতীয় যুব দল। ধীর গতির পিচেও এই ব্যাটিং দাপটে সেমিফাইনালের টিকিট কার্যত অর্ধেক নিশ্চিত। আজ টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ইউএই অধিনায়ক আয়ান মিসবাহ। মন্থর ও লো বাউন্সের পিচে শুরুটা বেশ কঠিন ছিল। আগ্রাসী মেজাজে পরিচিত হলেও আর্যবীর খাতা খুলতে ১৪ বল নেন। উল্টোদিকে অধিনায়ক লক্ষ্য রাইচন্দানি ৩২ বলে মাত্র ১৭ রান করে আউট। ১৪ ওভারে দলের রান ৬২/১। এরপরই ক্রিজে আসেন ভিকে বিনীত। কঠিন পিচে স্ট্রাইক রোটেট করে ভিত মজবুত করেন দু'জনে। তারপরই গিয়ার বদল। ১৯৩ রানের পার্টনারশিপ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের রেকর্ড বইয়ে লেখা হল নতুন ইতিহাস। ৬৯ বলে ৬৭ রান করে আউট হন বিনীত। আজ বিনীত একদিক ধরে রাখায় অন্যদিকে তাণ্ডব আর্যবীরের। ১৩১ বলে সেঞ্চুরি। আর পরের ৫০ রান এল কার্যত ঝড়ের বেগে। স্পিনারদের বিরুদ্ধে স্টেপ-আউট করে বল সোজা গ্যালারিতে। ১২১ রানের মাথায় তাঁর ক্যাচ ফস্কান জাইনুল্লাহ রেহমানি। সুযোগ পেয়ে উদ্দীশ সুরির এক ওভারেই ২১ রান (৪, ৬, ৪, ৬) লুট করেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগের সুযোগ্য সন্তান। ৪৫তম ওভারে আউট হওয়ার আগে ১৬৮ বলে ১৬০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন আর্যবীর। হাঁকান ১৭টি বাউন্ডারি ও ৭টি বিশাল ছক্কা। মাঝের ওভারগুলোতে আমিরশাহি বোলাররা দিশেহারা হলেও শেষদিকে দারুণ কামব্যাক পেসার নাসিম খানের। ৪৮ রানে ৪ উইকেট তাঁর ঝুলিতে। অর্জুন রাজপুত (৪), অন্বয় দ্রাবিড় (৯ বলে ১২) ও মনাল চৌহান (১) দ্রুত ফিরলে ২৫৫/১ থেকে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ২৯৯/৬। শেষ বলে ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে ৩০৯/৭ স্কোরে পৌঁছে দেন মোহিত উলভা।

ছাঁটাইয়ের পথে ক্যারিক! ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নতুন ম্যানেজারের দৌড়ে এগিয়ে পোচেত্তিনো

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ১০ নভেম্বরঃ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ম্যানেজার পদ থেকে মাইকেল ক্যারিকের ছাঁটাই হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। গত মরশুমে দুরন্ত পারফরম্যান্সের পর চলতি মরশুমের শুরু থেকেই হতশ্রী দশা রেড ডেভিলসদের। লিগে ১০ ম্যাচ খেলে মাত্র এক জয়ে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলে ১৮ নম্বরে অর্থাৎ অবনমনের আওতায় ধুঁকছে। রবিবার অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে ৪-৪ গোলে ড্রয়ের পরই ম্যানেজমেন্ট তাঁর অপসারণের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বলে 'দ্য অ্যাথলেটিক' সূত্রে খবর। জানুয়ারি মাসে রুবেন আমোরিমের পর অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব নেন ক্যারিক। তাঁর অধীনে দল লিগে তৃতীয় স্থান পেয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে কোয়ালিফাই করেছিল। এরই পুরস্কার হিসেবে মে মাসে তাঁর সঙ্গে পাকাপাকিভাবে দু'বছরের চুক্তি করে ক্লাব। কিন্তু চলতি সিজনে সেই ক্যারিকের স্ট্র্যাটেজি পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়েছে। লিগে একটি ম্যাচ জেতার পাশাপাশি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মাত্র তিনবার জয়ের মুখে দেখেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। কারাবাও কাপেও ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের কাছে হেরে ছিটকে গিয়েছে। ক্লাবের



তরফে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা না হলেও আগামী ১৩ দিন পর লিভারপুলের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগেই যে তিনি চাকরি খোয়াতে চলেছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত। ক্যারিক সরলে তাঁর চেয়ারে কে বসবেন? এই দৌড়ে সবার আগে নাম উঠে আসছে মরিসিও পোচেত্তিনোর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলের বর্তমান কোচকে ম্যান ইউ পেতে চাইলে মোটা অঙ্কের বাইআউট ক্লজ মেটাতে হবে। সূত্রের খবর, এই চুক্তিমূল্য প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলার। এর পাশাপাশি পোচেত্তিনোর সহকারী কোচদেরও দলে টানতে হলে আরও কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করতে হতে পারে ম্যান ইউকে। পোচেত্তিনো ছাড়াও নিউক্যাসলের প্রাক্তন কোচ এডি হাউ এবং জার্মানির প্রাক্তন কোচ হুলিয়ান নাগেলসম্যানের নামও ম্যানেজমেন্টের ভাবনায় রয়েছে। তবে চূড়ান্ত সিলমোহর দেবেন দলের অন্যতম কর্ণধার স্যার জিম র‍্যাটক্লিফ এবং গ্লেজার পরিবার। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত মার্কিন দলের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে পচেত্তিনোর। তবে তিনি প্রকাশ্যে বহুবার জানিয়েছেন, যে প্রিমিয়ার লিগে কাজ করতে তাঁর ভীষণ ভাল লাগে। ফলে পোচেত্তিনো যদি ম্যান ইউয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে তা মার্কিন সকারের জন্য বড় আর্থিক লাভ ডেকে আনবে। বর্তমানে তিনি মার্কিন দলের সঙ্গে আগামী শনিবার হাইতির বিরুদ্ধে কনকাকাফ নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

পাঞ্জাব ছেড়ে মুম্বইয়ে অর্শদীপ, উল্টো পথ ধরলেন হার্দিক!

আইপিএলের মেগা ট্রেডে সিলমোহর দিলেন পেসারের বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন

আইপিএলের আসন্ন মরশুমের মেগা ট্রেড নিয়ে ক্রিকেট মহলে জল্পনা ছিলই। এবার তাতে পড়ল বড়সড় সিলমোহর। দীর্ঘদিনের দল পাঞ্জাব কিংস ছেড়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দিচ্ছেন ভারতের তারকা পেসার অর্শদীপ সিং। অন্যদিকে, তাঁর বদলি হিসেবে হার্দিক পাণ্ডিয়া সম্ভবত পাড়ি দিচ্ছেন প্রীতি জিন্টার দলে। দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে এখনও সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে অর্শদীপের বাবা দর্শন সিং নিজেই জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে দিয়েছেন। ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজে বর্তমানে ছেলের সঙ্গে কিউয়িভূমে রয়েছেন দর্শন। সেখানেই এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, দলবদল নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে পেসারের সঙ্গে আগাম কোনও আলোচনা হয়নি। এমনকী এই মেগা ট্রেডের খবর পেয়ে অর্শদীপের পরিবারও রীতিমতো বিস্মিত। দর্শন বলেন, ''আমরাও আচমকা খবরটা পেলাম যে ট্রেড হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়, এবার সরকারিভাবে খবরটা জানানো হবে। তবে ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন। যেখানে যার জন্ম, তার প্রতি চিরকাল মানুষের একটা আলাদা টান থাকে। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ওর কাছে তেমনই ছিল। তাই একটু আবেগ তো কাজ করছেই।'' এই চুক্তিতে হার্দিক পাণ্ডিয়ার পাঞ্জাবে যোগ দেওয়ার বিষয়ে অবশ্য আলাদা করে কিছু উল্লেখ করেননি দর্শন। পাঞ্জাব ছাড়ার আক্ষেপ থাকলেও, মুম্বইয়ের মতো শক্তিশালী দলে সুযোগ



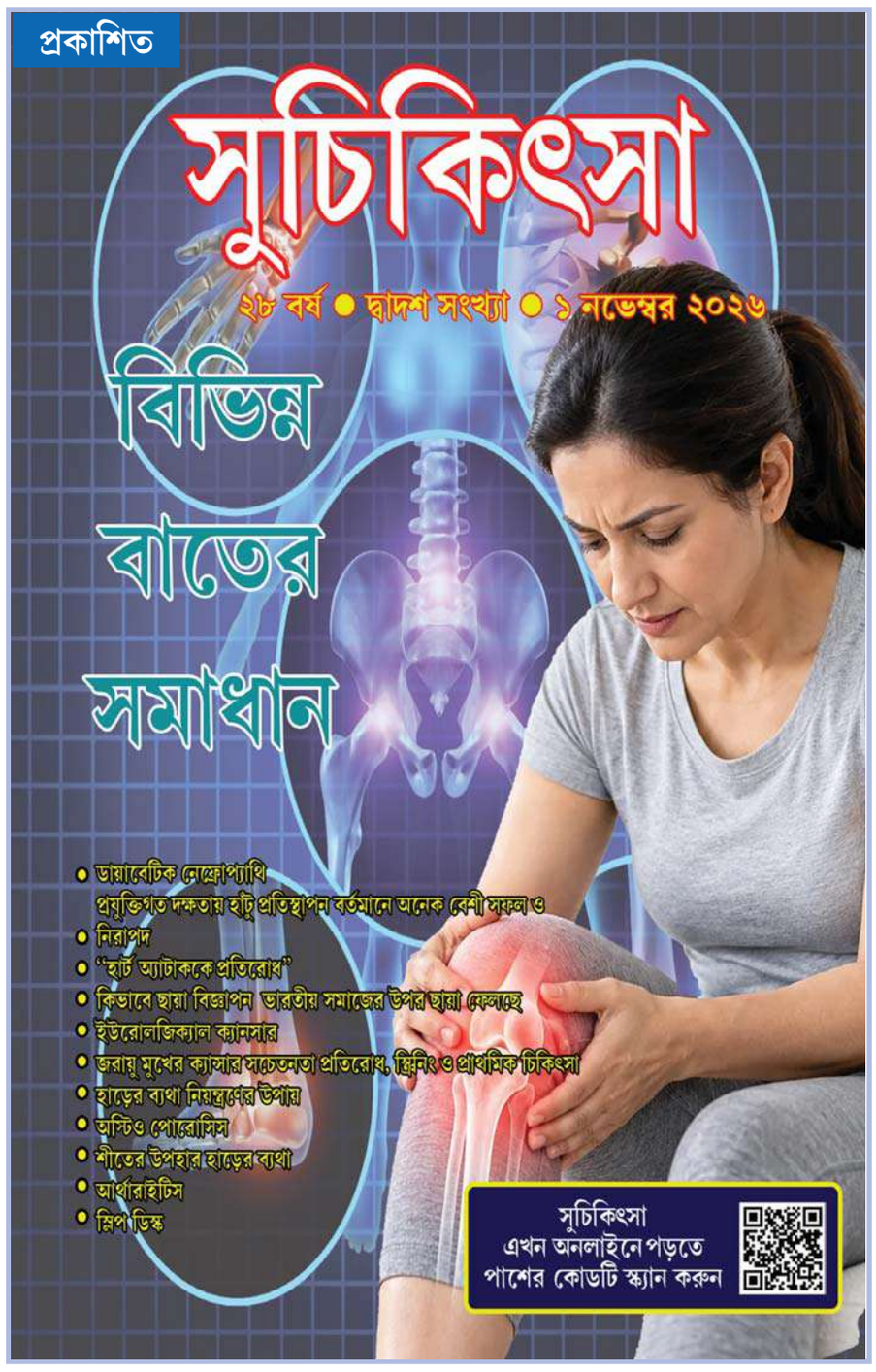
পাওয়ায় খুশি অর্শদীপের পরিবার। সেখানে পুরনো অধিনায়ক রোহিত শর্মার পাশাপাশি সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমরাহদের মতো তারকাদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করার সুযোগ পাবেন তিনি। দর্শন সিং বলেন, ''প্রত্যেকটা ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের দলের ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়, সেই অনুযায়ী ওরা ওকে ট্রেড করেছে। আমরা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে নিয়েও খুব খুশি। ওখানে ওর পুরনো অধিনায়ক ও সতীর্থরা রয়েছে।'' আগামী আইপিএলে দুই প্রান্ত থেকে বুমরাহ এবং অর্শদীপ জুটি বাঁধলে মুম্বইয়ের বোলিং আক্রমণ ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। দর্শকদের এই আকাশছোঁয়া উন্মাদনা প্রসঙ্গে দর্শন বলেন, ''কী আর বলব, সমর্থকদের বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখলেই সবটা বোঝা যায়। ওরা খুব খুশি যে এটা একটা দারুণ বোলিং আক্রমণ হতে চলেছে। বিপক্ষকে ২০০ রানও নাকি টপকাতে দেবে না। তবে এটা আইপিএল, ফ্ল্যাট পিচ। এখানে যে কোনও কিছুই হতে পারে। তবে নিঃসন্দেহে বুমরাহ-অর্শদীপের যুগলবন্দি একটা দারুণ পার্টনারশিপ।''

নজর আগামীতে! টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ছিটকে যেতেই দল ঢেলে সাজছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো ও ইসলামাবাদ, ১০ নভেম্বরঃ বিশ্ব টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় এখন তিন মহাশক্তির দাপট। ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড। একদিকে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে মুখোমুখি ভারত-অস্ট্রেলিয়া, অন্যদিকে সদ্য নামাঙ্কিত অ্যান্ডারসন-তেণ্ডুলকর ট্রফিতে লড়ছে ভারত-ইংল্যান্ড। এর পাশাপাশি রয়েছে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহ্যশালী অ্যাশেজ। এই তিন মেগা সিরিজের গ্ল্যামারে টেস্ট ক্রিকেটের বাকি দেশগুলো যেন কিছুটা ঢাকা পড়ে গেলেও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এখন এই দ্বিতীয় সারির দলগুলোর সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কার চলতি টেস্ট সিরিজ তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার আশা পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা-দুই দলেরই কার্যত শেষ। ন'দলের তালিকায় ২ জয় ও ৭ হার নিয়ে সবার শেষে পাক ব্রিগেড। অন্যদিকে ৬টি ম্যাচ খেলে মাত্র একটি জয় নিয়ে শ্রীলঙ্কার অবস্থাও তথৈবচ। তাই এই সিরিজকে বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতের লেন্স দিয়ে বেশি দেখছে দুই দল। পরের বছর থেকে শুরু হতে চলা নতুন সাইকেলের কথা মাথায় রেখেই টিম গোছাতে শুরু করেছে তারা। শ্রীলঙ্কার নেতৃত্ব বদল এরই একটা অংশ। ৩৫ বছরের ধনঞ্জয় ডি সিলভাকে সরিয়ে টেস্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কুশল মেন্ডিসকে। কারণ ধনঞ্জয় হয়তো ২০২৯ সাল পর্যন্ত খেলতে পারবেন না। অন্যদিকে ৩১ বছরের মেন্ডিস এখন অনেক পরিণত। এই সিরিজে স্পিনার ছাড়াই তিন পেসার এবং এক পেস-বোলিং অলরাউন্ডার নিয়ে মাঠে নামাটাও শ্রীলঙ্কার রণকৌশলের অংশ। বিদেশে, বিশেষ করে সেনা দেশগুলোতে, জিততে হলে যে পেসারদের প্রয়োজন, সেটা তারা ভালই বুঝেছে। আর তাই দিলশান মাদুশঙ্কা বা মিলান রথনায়েকের মতো পেসারদের এখন থেকেই তৈরি করা হচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তানও পিছিয়ে নেই। প্রথম টেস্টে চারজন ক্রিকেটারের অভিষেক! অন্যতম অভিষেককারী, ২০ বছরের তৈয়ব আরিফ প্রথম দিনেই নজরকাড়া হাফ-সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। এ ছাড়া



সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভাল পারফর্ম করা আরাফাত মিনহাস এবং ৩১ বছরের পেসার শাকিব খানকেও টেস্টের আঙিনায় সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অধিনায়ক বাবর আজম নিজেই জানিয়েছেন, নতুনদের সুযোগ দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত পুরোটাই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় রেখে। ১৯৫২ সালে টেস্ট অভিষেকের পর এই প্রথম এক ক্যালেন্ডার বর্ষে ১২ জন ক্রিকেটারের অভিষেক ঘটাল পাকিস্তান। এক দশক আগেও পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা সিরিজ মানে ছিল কেবল একটা দ্বিপাক্ষিক লড়াই। কিন্তু এখন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের কাঠামো সেই ধারণাকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। ফাইনাল হাতছাড়া হলেও, আগামী সাইকেলের জন্য তরুণ এবং সাহসী দল গড়ার যে মরিয়া প্রয়াস দুই দেশ চালাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে টেস্ট ক্রিকেটের দ্বিতীয় সারির দেশগুলোতে এক নতুন উদ্যম সঞ্চার করেছে।



২ বছর পর ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশে মেসি

দুই বছর পর আবার ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন লিওনেল মেসি। তবে ২০২৬ সালের সেরা একাদশে জায়গা পাননি চলতি বছরের ব্যালন ডি'র জয়ী হ্যারি কেইন।

সংবাদ সংস্থা, হুফডর্প (নেদারল্যান্ডস), ১০ নভেম্বরঃ পেশাদার ফুটবলারদের বৈশ্বিক সংগঠনটি সোমবার প্রকাশ করেছে সেরা একাদশ। মোট ১৮ বার সেরা একাদশে জায়গা পেয়ে নিজের রেকর্ড আরও সমৃদ্ধ করলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা মেসি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো পেয়েছেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ বার, যার সবশেষটি ২০২১ সালে। ২০০৭ সালে প্রথমবার একাদশে জায়গা পেয়েছিলেন মেসি, সেই থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা ১৭ বার জায়গা পান আটবারের বর্ষসেরা ফুটবলার। মাঝে দুই বছর অনুপস্থিতির পর, আবার একাদশে ফিরলেন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলা ৩৯ বছর বয়সি ফরোয়ার্ড। ৭৩টি দেশের ১৯ হাজার ৮০৬ জন ফুটবলার ২০২৬ সালের সেরা একাদশ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ২০ বছর বয়সের আগেই দুইবার এই একাদশে জায়গা করে নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন লামিন ইয়ামাল। গত বছরও তালিকায় ছিলেন বার্সেলোনার এই স্প্যানিশ তারকা। ২০২৬ বিশ্বকাপজয়ী স্পেন দলের ইয়ামালের আরও তিন সতীর্থ দাভিদ রাইয়া, পাউ কুবার্সি ও রদ্রি একাদশে জায়গা পেয়েছেন। তাদের অন্তর্ভুক্তির ফলে সব মিলিয়ে বর্ষসেরা একাদশে এখন পর্যন্ত স্পেনের খেলোয়াড় সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩, যা একটি রেকর্ড। সেরা একাদশে রক্ষণে কুবার্সির সঙ্গে আছেন পিএসজির নুনো মেন্দস ও আশরাফ হাকিমি। মিডফিল্ডার হিসেবে রদ্রির



সঙ্গী রিয়াল মাদ্রিদের জুদ বেলিংহ্যাম ও পিএসজির ভিতিনিয়া। আর আক্রমণভাগে মেসি ও ইয়ামালের সঙ্গে আছেন রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে ও ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হলান্ড। এই বছরের ব্যালন ডি'রের লড়াইয়ে ভোটে দ্বিতীয় হন এমবাপে। গত মরসুমে গোলের বন্যা বইয়ে দিয়ে গত মাসে প্রথমবার বর্ষসেরার পুরস্কারটি জেতেন বায়ার্ন মিউনিখের ইংলিশ স্ট্রাইকার কেইন। ২০০৫ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে পেশাদার ফুটবলারদের বর্ষসেরা একাদশ নির্বাচনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছে ফিফপ্রো। এটিই ফুটবলের একমাত্র বৈশ্বিক পুরস্কার, যা পুরোপুরি পেশাদার খেলোয়াড়দের ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ফিফপ্রো এবং এর অধিভুক্ত খেলোয়াড় ইউনিয়নগুলোর যৌথ উদ্যোগে তৈরি একটি সুরক্ষিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভোট দেন ফুটবলাররা। এই বছরের সেরা একাদশের ক্ষেত্রে, খেলোয়াড়দের মূল্যায়ন করা হয়েছে ২০২৫ সালের ৪ আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের ১৯ জুলাই পর্যন্ত সময়কালের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। এর যোগ্য হওয়ার জন্য, এই সময়কালে একজন খেলোয়াড়কে অন্তত ৩০টি আনুষ্ঠানিক ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে।

ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশ

- **গোলরক্ষক।** দাভিদ রাইয়া (আর্সেনাল, স্পেন)
- **ডিফেন্ডার।** নুনো মেন্দস (পিএসজি, পর্তুগাল), আশরাফ হাকিমি (পিএসজি, মরক্কো), পাউ কুবার্সি (বার্সেলোনা, স্পেন)
- **মিডফিল্ডার।** জুদ বেলিংহ্যাম (রিয়াল মাদ্রিদ, ইংল্যান্ড), ভিতিনিয়া (পিএসজি, পর্তুগাল), রদ্রি (ম্যানচেস্টার সিটিবার্সেলোনা, স্পেন)
- **ফরোয়ার্ড।** কিলিয়ান এমবাপে (রিয়াল মাদ্রিদ, ফ্রান্স), আর্লিং হলান্ড (ম্যানচেস্টার সিটি, নরওয়ে), লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি, আর্জেন্টিনা), লামিন ইয়ামাল (বার্সেলোনা, স্পেন)

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com